পেজ ৭.....

পাকিস্তানে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হানায় চিন্তিত চিন

জনমত

পেজ ৮ .....

মাঠেই প্রয়াত ক্রিকেটের

www.jazzbaat24bangla.com. | প্রথম বর্ষ । সংখ্যা ১১ । পৃষ্ঠা ৮ | বৃহস্পতিবার ৮ মে ২০২৫ । ২৩ বৈশাখ ১৪৩২

মোদী বললেন, ‘গর্বের মুহূর্ত’

পহেলগামে জঙ্গি হানার পর ভারত যে চুপ করে বসে থাকবে না, তা অজানা ছিল না পাকিস্তানের। কিন্তু কোথায়, কী ভাবে আসবে প্রত্যাঘাত তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি ইসলামাবাদ। মঙ্গলবার রাতে ২৫ মিনিটের তাণ্ডবে বেসামাল পাকিস্তানের এখন কার্যত মাথায় হাত। কেন? সূত্রের খবর, ভারত সিন্ধ প্রদেশে হামলা চালাতে পারে বলে মনে করে ভিতরে ভিতরে তৈরি ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানকে ভুল পথে চালিত করতে রাজস্থানে বায়ুসেনার নকল মহড়া চালাচ্ছিল ভারতও। সেই ফাঁদেই পা দিল পাকিস্তান। আর মঙ্গলবার রাতে আঘাত এল অন্যত্র। পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ চলে এলো ভারতীয় সেনার নিখুঁত নিশানায়। রাত ১টা ৫ মিনিট থেকে রাত দেড়টা পর্যন্ত, ২৫ মিনিট ধরে চলল 'সিঁদুরে তুফান'। যে ধাক্কায় গুঁড়িয়ে গেল একের পর এক জঙ্গিঘাঁটি। জানা যাচ্ছে, মিসাইল হানার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত পাক সেনা আঁচই করতে পারেনি কী ঘটতে চলেছে। যখন বুঝল, তখন আর কিছু করার থাকল না। বস্তুত, ১৯৭১ সালের পর এই প্রথম সেনা হামলার মুখে পড়ল পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ। সেই কারণেও অপারেশান সিঁদুর অনন্য। অপারেশান সিঁদুরের সাফল্যের পর বুধবার সকালেই মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। হাজির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ সব মন্ত্রীরা। সেখানেই আনুষ্ঠানিক ভাবে অপারেশান সিঁদুরের কথা জানান মোদী। মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বললেন, "এটা গোটা দেশের জন্য গর্বের মুহূর্ত। আমাদের সেনা আধিকারিকরা খুব কম সময়ের মধ্যে নিখুঁত অপারেশন সেরে আবার ফিরে এসেছেন এবং এই অপারেশন সফল!" সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের উদ্দেশে বলেন, "আগাম প্রস্তুতি এবং নিখুঁত পরিকল্পনায় সেনার এই সফল প্রত্যাঘাত প্রশংসনীয়।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গোটা দেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমরা আমাদের সেনার জন্য গর্বিত।" সব দিক দিয়ে তৈরি ভারতও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবদের নিয়ে বৈঠক করছেন। বাংলা, সিকিম-সহ ১০টি রাজ্য ওই বৈঠকে অংশ নেয়। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনে সর্বদল বৈঠকও ডেকেছে কেন্দ্র। অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ওই বৈঠকে বিরোধীদের বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হবে। ঘটনার পর থেকেই দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছিল। দাবি করেছিল, পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার। মঙ্গলবার রাতে সেই জবাব মুখের উপর পেল পাকিস্তান। আবার কোথায় ভারত কী করে বসে তা নিয়ে এখন থরহরিকম্প ইসলামাবাদের। অপারেশান সিঁদুরের সাফল্যে দেশের শাসক দলের পাশাপাশি উচ্ছ্বসিত বিরোধীরাও। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- সকলেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। সেনাবাহিনীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

সন্ত্রাসহানার প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওে নৃশংস জঙ্গি হামলার জবাবে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) অন্তত ৯টি সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে নির্ভুল হামলা চালিয়েছে ভারত।'অপারেশন সিঁদুর' নামে এই ঐতিহাসিক ত্রিসেনা অভিযান (তিন বাহিনী একত্রে), ভারতীয় সেনা, নৌবাহিনী ও বায়ুসেনার যৌথ উদ্যোগে রাত ১টা ৪৪ মিনিটে শুরু হয়। এই হামলায় পাকিস্তান এবং পিওকে-তে থাকা সেইসব ঘাঁটিগুলিকে টার্গেট করা হয়, যেখান থেকে জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা ও পরিচালনা হচ্ছিল বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোটা অভিযানটি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন পহেলগাঁও হামলার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। ভারত সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী, "আমাদের পদক্ষেপ ছিল লক্ষ্যভিত্তিক, মাপজোখ করে নেওয়া এবং অপ্ররোচনামূলক। কোনও পাকিস্তানি সেনা ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করা হয়নি। টার্গেট বাছাই ও অভিযানের কৌশলে যথেষ্ট সংযম দেখিয়েছে ভারত। আমরা কথা রেখেছি—এই হামলার দায়ীরা শাস্তি পাবেই।"জানা যাচ্ছে এই হামলা ভারতের প্রতিক্রিয়ার প্রথম পর্ব।

কিস্তানের জবাবের ওপর নির্ভর করে আরও অভিযান হতে পারে। ভারতের হামলার পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর গোলাবর্ষণ ও গুলিচালনা শুরু করে, যার ফলে তিনজন নিরীহ ভারতীয় নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল আইএসপিআর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরীফ চৌধুরী জানিয়েছেন ভারত কোতলি, মুরিদকে, বাহাওয়ালপুর, চক অমরু, ভিম্বার, গুলপুর, শিয়ালকোট এবং মুজাফফরাবাদে দুটি স্থানে আঘাত হানে।

মুরিদকে, বাহাওয়ালপুর, চক অমরু ও শিয়ালকোট আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপারে, আর বাকি ঘাঁটিগুলি পিওকে-তে অবস্থিত। মুরিদকে হল লস্কর-এ-তৈবার সদর দপ্তর, যেটি হাফিজ সঈদের নেতৃত্বাধীন; আর পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে বাহাওয়ালপুর হল জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটি, যার নেতৃত্বে রয়েছে মাসুদ আজহার।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজধর্ম পালন, জানালেন মমতা

দেশকে ভালোবেসে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কেন্দ্র যে গাইডলাইন প্রকাশ করেছে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী চলবে রাজ্য সরকার। আতঙ্ক নয় বরং সতর্ক ও সংযত থেকে যারা দেশের হয়ে লড়াই করছেন তাদের পাশে থাকার বার্তা দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আগে দেশ তারপর সবকিছু' ঠিক এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার দুপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ডাকে যে দশটি সীমান্তবর্তী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক হয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও। বৈঠক শেষের পরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেশের স্বার্থে কোন বিভেদ বা প্ররোচনায় পা না দিয়ে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। এই পরিস্থিতিতে কি কি করণীয় তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। সেই গাইডলাইন নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকে বিশদ আলোচনাও হয়েছে। যদিও দেশের স্বার্থে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বৈঠক নিয়ে কোন কথা বলতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, " এটি একটি বিশেষ সময়। এই সময় গোপনীয়তা রক্ষার সময়। তাই গোপনীয়তা বজায় রেখে শান্ত সংযত ও সতর্ক থাকতে হবে সবাইকে। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে দেশের স্বার্থে দেশের হয়ে যারা লড়াই করছেন তাদের পাশে থাকতে হবে।" দেশ রক্ষার লড়াইতে বাংলার অবদান কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, " আমরা দেশকে ভালবাসি। দেশের জন্য এই বাংলা অনেক রক্ত দিয়েছে প্রাণ বলিদান দিয়েছে। সকলে সতর্ক থাকুন, সংযত থাকুন।" দেশে যখন যুদ্ধ-যুদ্ধ পরিস্থিতি তখন মিডিয়ার কি করনীয় সেটাও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। সমাজ মাধ্যম হোক বা ডিজিটাল মিডিয়া অথবা মেইনস্ট্রিম মিডিয়া মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াবে অথবা বিভেদ তৈরি করবে এ ধরনের কোন সংবাদ প্রচার করা যাবে না। নিজে থেকে কোন খবর তৈরি না করে, না জেনে কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয় সংবাদমাধ্যমে যুদ্ধ সংক্রান্ত যে ডিবেট বা বিতর্ক হয় সেগুলো থেকে আপাতত বিরত থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন মমতা। না জেনে বা না বুঝে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করলে তা নিয়ে মানুষের মধ্যে অযথা আতঙ্ক ছড়ায় বা কোন গন্ডগোল সৃষ্টি হতে পারে। এই ধরনের কোন পরিস্থিতি তৈরি হলে রাজ্য সরকার যে তার দায় নেবে না সেটাও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন " সমাজমাধ্যম থেকে ডিজিটাল মিডিয়া অথবা মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় এই ধরনের পরিস্থিতিতে কি কি করতে হবে তা কেন্দ্রীয় গাইডলাইনে যেমন বলা আছে তেমনি এর অন্যথা হলে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে সেটাও উল্লেখ করা আছে।" যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই কেন্দ্রীয় গাইডলাইন যে অক্ষরে অক্ষরে মানা হবে সেটাও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশ ও রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগকারী বা নোডাল অফিসার হিসেবে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় গাইডলাইনে কি কি বর্ণিত আছে এবং রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে তার পাশাপাশি রাজ্যের গোটা পরিস্থিতি নিয়ে হিন্দির সঙ্গে আলোচনা দায়িত্ব পালন করবেন রাজ্যের মুখ্য সচিব মনোজ পন্থ। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান আগামীকালই রাজ্য কৃষি বিপণন দপ্তরের সঙ্গে জরুরী বৈঠক ডাকা হয়েছে দেশে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় সেই অবস্থা সুযোগ নিয়ে যাতে রাজ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফাটকা কারবার বা কালোবাজারি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হবে ওই বৈঠকে।

অপারেশান সিঁদুরের পর প্রথম প্রতিক্রিয়া, কৃতজ্ঞতা হিমাংশীর

হিমাংশীরএক লহমায় মধুচন্দ্রিমা বদলে গিয়েছিল শবযাত্রায়! জঙ্গিদের গুলি মুছে দিয়েছিল সিঁথির সিঁদুর। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে সেই সিঁদুর শব্দবন্ধ ব্যবহার করেই পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে জঙ্গিঘাঁটি চুরমার করে দিল ভারতীয় সেনা। মঙ্গলবার রাতে একের পর এক বিমানহানায় তছনছ ৯টি জঙ্গিঘাঁটি। মৃত্যু বহু জঙ্গির। পরিভাষায় অপারেশান সিঁদুর। পহেলগামে নিহত নৌসেনা অফিসার লেফটেন্যান্ট বিনয় নারওয়ালের স্ত্রী হিমাংশী এ বার অপারেশান সিঁদুরের জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন সরকারের প্রতি। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তিনি বললেন, "আমার স্বামী প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ছিলেন এবং তিনি শান্তি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, নিরীহ মানুষের জীবন বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে, এ দেশে কোনও ঘৃণা বা সন্ত্রাস থাকবে না। সরকারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব, যেন এখানেই শেষ না হয়। আমি চাই, সরকার নিশ্চিত করুক যে, এটা আমাদের দেশে সন্ত্রাসের অবসানের শুরু।" পহেলগাঁও কাণ্ডের পর সমাজমাধ্যম তো বটেই, বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে একটি ছবি ছড়িয়ে পড়েছিল। ফাঁকা বৈসরন উপত্যকায় পড়ে এক রক্তাক্ত দেহ। দেহের পাশে হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে দেহের দিকে চেয়ে এক মহিলা। অদূরে পড়ে একটি ব্যাগ। জানা যায়, ওই ব্যক্তি এবং মহিলা সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। নবদম্পতি। মধুচন্দ্রিমায় পহেলগাঁওয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ২২ এপ্রিল জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারান ওই ব্যক্তি, নাম বিনয় নারওয়াল।

হাসিখুশি বিনয়ের দেহ বাড়ি ফেরে কফিনবন্দি হয়ে। সে দিনের বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে পারেননি বিনয়ের স্ত্রী হিমাংশী। তবে তিনি এ-ও মনে করেন, ২২ এপ্রিলের ঘটনার জন্য কখনই কাশ্মীরিদের দায়ী করা উচিত নয়! সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হিমাংশী বলেছিলেন, "আমরা চাই না মানুষ মুসলিম বা কাশ্মীরিদের বিরুদ্ধে যাক। আমরা শান্তি চাই, শুধু শান্তি! সঙ্গে ন্যায়বিচারও চাই।" হিমাংশী যে ভাবে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বার্তা দিয়েছেন, তার জন্য তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন দেশের প্রথম নৌসেনা প্রধানের কন্যা তথা ১৩তম নৌসেনা প্রধানের স্ত্রী ললিতা রামদাস। যদিও হিমাংশীর বলা এই কথা হজম হয়নি অনেকের। সদ্য স্বামীহারাকে ঘিরে চলেছিল কুৎসিত আক্রমণ। লাগাতার চরিত্রহানি। পরিস্থিতি এমন হয় যে, মহিলা কমিশনকে হস্তক্ষেপ পর্যন্ত করতে হয়। সেই হিমাংশী অপারেশান সিঁদুরের সাফল্যে খুশি। একই সঙ্গে তিনি চান, এখানেই না থেমে দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উপড়ে ফেলতে যেন চেষ্টার কসুর না করে সরকার।

পাকিস্তান যুদ্ধ চাইলে প্রস্তুত’, আমেরিকা, রাশিয়াকে সাফ জানালেন ডোভাল

আমেরিকা থেকে সৌদি, রাশিয়া থেকে ইংল্যান্ড। অপারেশান সিঁদুর সম্পর্কে একাধিক বিদেশি রাষ্ট্রকে অবগত করলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। সেই সঙ্গে সাফ জানিয়ে দিলেন, ভারত উত্তেজনা চায় না। কিন্তু পাকিস্তান গোলমাল করলে চুপ করে বসেও থাকবে না দিল্লি।

ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিতে মিসাইল হামলা চালানোর পর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল বুধবার বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের জানিয়েছেন যে, উত্তেজনা বাড়ানোর কোনও উদ্দেশ্য নেই নয়াদিল্লির। তবে ইসলামাবাদ যদি এমন কোনও পদক্ষেপ করে, তা হলে ভারত 'দৃঢ়ভাবে তার পাল্টা জবাব' দিতেও সদা প্রস্তুত। সংবাদসংস্থা পিটিআই এই তথ্য জানিয়েছে। বুধবার ভোরে মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা তথা বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে কথা বলেন ডোভাল। তার পর একে একে কথা বলেন ব্রিটেন, সৌদি আরব, জাপান, রাশিয়া এবং ফ্রান্স-সহ বিভিন্ন দেশের নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের সঙ্গে।

সরকারি সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ডোভাল স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভারতের অহেতুক উত্তেজনা ছড়ানোর কোনও ইচ্ছা নেই।

তবে পাকিস্তান যদি এমন কাজ করে, তবে ভারতও 'প্রতিশোধ' নিতে প্রস্তুত। চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গেও কথা হয়েছে ডোভালের।

পোদ্দার কোর্ট ের আগুন নেভাতে দম দল কর্মীরা

অবসরের ঘোষণা রোহিতের

টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন রোহিত শর্মা। আইপিএলের মাঝেই এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। এ বার থেকে ভারতের হয়ে শুধু এক দিনের ক্রিকেট খেলবেন রোহিত। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে আন্তর্জাতিক কুড়ি-বিশের ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। এ বার আরও একটি ফরম্যাটকে অলবিদা জানালেন রোহিত।

কোনও সাংবাদিক বৈঠক করেননি রোহিত। ইনস্টাগ্রামে চার লাইনের একটি বিবৃতি দিয়েছেন শুধু। সেখানে রোহিত লিখেছেন, "সকলকে জানাতে চাই যে, আমি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি। সাদা পোশাকে দেশের হয়ে খেলা আমার কাছে গর্বের। এত বছর ধরে এত ভালবাসা ও সমর্থনের জন্য সকলকে ধন্যবাদ। এক দিনের ফরম্যাটে ভারতের হয়ে খেলা চালিয়ে যাব।"

গত বছর থেকেই টেস্টে রোহিতের ব্যাটে রানের খরা চলছে। দেশের মাটিতে নিউ জ়িল্যান্ডের বিরুদ্ধে চুনকাম হয়েছিল ভারত। সেই সিরিজ়ে একেবারেই রান করতে পারেননি রোহিত। তার পরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ়েও রান আসেনি ভারত অধিনায়কের ব্যাট থেকে। এমনই পরিস্থিতি হয়েছিল যে সিডনিতে শেষ টেস্টে প্রথম একাদশের বাইরে রাখতে হয়েছিল রোহিতকে। সেই সময় থেকেই রোহিতের অবসরের জল্পনা শুরু হয়েছিল। শোনা গিয়েছিল, কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। গম্ভীরই তাঁকে আর চাইছেন না। তবে সিডনি টেস্ট চলাকালীন সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রোহিত স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, তিনি শুধু একটি টেস্টের জন্য বাইরে বসেছেন।

সেনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম রূপায়ণ

'অপারেশন সিঁদুরের' মাধ্যমে ভারতের সেনারা বদলা নেওয়ায় বেজায় খশি এবছর উচ্চ মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম স্থান লাভ করা বর্ধমান সিএমএস হাই স্কুলের ছাত্র রূপায়ণ পাল। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৭ (৯৯.৪ শতাংশ)। বুধবার ফল প্রকাশের পর কৃতী ছাত্র রূপায়ণ সাংবাদিকদের কাছে নিজের সাফল্য নিয়ে দু'চার কথা বলেই ভারতীয় সেনাদের প্রশংসায় মুখর হয়। রূপায়ন জানায়,"ভারতীয় সেনারা যে প্রত্যাঘাতটা দিয়েছে সেটা যথেষ্টই প্রশংসনীয়।প্রত্যেক ভারতীয় জন্য এটা গর্বের।" উচ্চ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় স্থান করে নেওয়া পূর্ব বর্ধমান জেলার আরও ছয় কৃতী ছাত্র ছাত্রীও এদিন ভারতীয় সেনাদের প্রশংসায় মুখর হয়। রূপায়ণ পালেদের আদি বাড়ি ভাতারের খেড়ুর গ্রামে।তবে বর্তমানে তাঁরা বর্ধমান শহরের সুভাষপল্লী কালীতলা এলাকার বাড়িতে থাকে। রূপায়ণের বাবা রবীন্দ্রনাথ পাল জেলার জামালপুর থানার জৌগ্রাম হাই স্কুলের শিক্ষক।

মা জয়শ্রী পাল ভাতারের ভাটাকুল স্বর্ণময়ী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা।রূপায়ন জানিয়েছে, মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় আমি পঞ্চম স্থানে ছিলাম।উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা ভাল হলেও মেধা তালিকার একেবারে প্রথম স্থানে আমি থাকবো,এতটা আমি আশা করিনি।রূপায়ন জানিয়েছে,তাঁর এই সাফল্যের পিছনে সবথেকে বড় অবদান রয়েছে তাঁর বাবা ও মায়ের । পাঠ্য পুস্তক পড়ার পাশাপাশি গল্পের বই পড়ার প্রতিও যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে রূপায়নের। তাঁর প্রিয় লেখক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রিয় চরিত্র ব্যোমকেশ।উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফল করার জন্য দৈনিক ১২-১৩ ঘন্টা পড়াশুনা করে গিয়েছে বলে রূপায়ন জানিয়েছে। কৃতী এই ছাত্র ভবিষ্যৎতে বড় ডাক্তার হতে চায় । তার জন্য সে জয়েন্ট পরীক্ষাও দিয়েছে বলে জানিয়েছে। ডাক্তার হতে চাওয়ার কারণ ব্যাখ্যাও করেছে রূপায়ন। তাঁর কথায় ,দেশেএখনও ভাল ডাক্তারের অভাব রয়েছে। তা ছাড়া ডাক্তার হলে সরাসরি মানুষের সংস্পর্সে আসবো, তা সেবা করতে পারবো।

যুদ্ধের আবহে স্কুলে গরমের ছুটি এগোনোর আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মীদের ছুটি বাতিল

দেশে যুদ্ধের দামামা। রাজ্যে রাজ্যে চলছে যুদ্ধের মহড়া। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বেসরকারি ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন থেকে গরমের ছুটি ঘোষণা ফের আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রীর এই আবেদন যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।দেশের সীমান্তপারে যুদ্ধের দামামা। ভারত-পাক হামলা পাল্টা হামলা চলছে সীমান্তপারে। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও চিন সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যগুলির সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছে কেন্দ্র। সীমান্তবর্তী দশ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বুধবার দুপুরেই বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে এবং ভৌগোলিক অবস্থানে নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সেকথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকেই আলোচিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বেসরকারি ও প্রাইভেট স্কুলগুলির গরমের ছুটি যাতে এগিয়ে আনা হয় ফের আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের সরকারি স্কুলে গত ৩০ এপ্রিল থেকে গরমের ছুটি ঘোষণা হয়েছে। এর আগেও মুখ্যমন্ত্রী বেসরকারি স্কুলগুলির কাছে গরমের ছুটি এগিয়ে আনার আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এবার শুধু দাবদাহ নয়, সঙ্গে যুদ্ধের দামামা

বেজেছে। তাই স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে বেসরকারি ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি এগিয়ে আনার আবেদন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশে যখন যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সেই অনুযায়ী রাজ্যের ইংরেজি মাধ্যম ও বেসরকারি স্কুলগুলোকে আসন্ন রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন থেকে গরমের ছুটি ঘোষণা করা বাঞ্ছনীয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ গুলোর কাছে পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আবেদনও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "পরিস্থিতি অনুযায়ী এখন স্কুল ছুটি রাখা বাঞ্ছনীয়। বাচ্চারা বাড়ি থেকেই পড়াশোনা করুক সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক।"অন্যদিকে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সরকারি বিভাগীয় কর্মী আধিকারিকদের ছুটি বাতিল বলে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার।

বিশেষ অভিযান চালিয়ে পুলিশের জালে ১২ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী

ভারতীয় ভূখণ্ডে অবৈধ ভাবে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে আবারো অভিযান জেলা পুলিশের। এবার একই সাথে পুলিশের জালে গ্রেপ্তার ১২ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সহ দুই শিশু। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করে বুধবার তাদের তোলা হয়, নদীয়ার রানাঘাট বিচার বিভাগীয় আদালতে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই বাংলাদেশিরা গত ৩-৪ বছর আগে ভারতের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে।

এরপর পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয় তারা। তারপর ভারতীয় দালালদের সাহায্যে আবারো অবৈধভাবে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য নদীয়ার হাঁসখালি থানা এলাকায় প্রবেশ করে। সেই খবর পুলিশ যখন জানতে পারে হাসখালি থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে ওই ১২ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে যে সমস্ত ভারতীয় দালাল অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করেছিল তাদের ধরতে পুলিশের তরফ থেকে চলছে অভিযান। সম্প্রীতি বিগত কয়েক মাসে অনুপ্রবেশকারীর গ্রেফতারের সংখ্যা প্রায় ৪০০, তবুও বেড়েই চলেছে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ।

সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি নিয়ে বারংবার প্রশ্ন তুলছে রাজ্য সরকার সহ সীমান্তবর্তী এলাকার বসবাসকারী মানুষ, কিভাবে ঘটছে এইভাবে অনুপ্রবেশ। জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, যতই বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে বাংলাদেশিরা অনুপ্রবেশ করুক না কেন কাউকেই রেয়াত করা হবে না, লাগাতার অভিযান চালিয়ে প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হবে, শুধু তাই নয়, যে সমস্ত ভারতীয় দালাল অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিচ্ছে তাদেরকেও বেছে বেছে গ্রেফতার করা হবে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানকে পাল্টা জবাব দিয়েছে ভারতীয় সেনা, নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে বিএসএফের বাড়তি নজরদারি।

অন্যদিকে জেলা পুলিশের তরফ থেকেও সীমান্তবর্তী সংলগ্ন থানা এলাকাগুলিতেও নজরদারি চালাচ্ছে জেলা পুলিশ। এখন দেখার এমত পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশ রুখতে আরো কি পদক্ষেপ নেয় বিএসএফ ও জেলা পুলিশের তরফ থেকে।.

উচ্চ মাধ্যমিকে হুগলির জয়জয়কার

মেধা তালিকার প্রথম দশে হুগলির ১৪ তৃতীয় হুগলির আরামবাগ হাই স্কুলের ছাত্র রাজর্ষি অধিকারী।তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। বাড়ি আরামবাগের দহরকুন্ডু এলাকায়। ডাক্তারি নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় রাজর্ষি। ৪৯৩ নম্বর পেয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে আরামবাগ হাই স্কুলের প্রান্তিক গাঙ্গুলি। বাড়ি আরামবাগের ওলাইবিবিতলায়। প্রান্তিক জানায়, ভবিষ্যতে গবেষক হতে চাই। পড়াশুনা করতে আমার ভালো লাগে। তাই পড়াশোনার জন্য গবেষক হতে চাই। মেধা তালিকার হুগলি থেকে ষষ্ঠ স্থান লাভ করেছে ২ জন।তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২।চন্দননগর অরবিন্দ হাই স্কুলের ছাত্র রৌনক গরাই। বাড়ি চন্দননগর সুরপাড়া এলাকায়। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় রৌনক। বাবা হেমন্ত করায় পেশায় শিক্ষক।অপরজন মুক্তারপুর হাই স্কুলের ছাত্র আরাফত হোসেন। বাড়ি দক্ষিণ আলীনগর এলাকায়। ৪৯১ নম্বর পেয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে হুগলির তিনজন। রহিমপুর নবগ্রাম হাই স্কুলের ছাত্র সৈয়দ মহম্মদ তামজিদ। বাড়ি নরেন্দ্রপুরে। সে জানায় , মাধ্যমিকে কোন র্যা ঙ্ক করতে পারেনি কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে রেংক করতে পেরেছি। ১০ থেকে ১২ ঘন্টা করে পড়াশোনা করতাম ।ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায় তামজিদ। অন্যজন আরামবাগ গোঘাটের বাসিন্দা অঙ্কন নন্দী। গোঘাট হাই স্কুলের ছাত্র অঙ্কন ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হতে চায়। অপরজন চাঁতরা নন্দলাল ইনস্টিটিউশনের ছাত্র তন্ময় হালদার। বাড়ি শ্রীরামপুর চাঁতরা এলাকায়।অষ্টম স্থানে রয়েছে হুগলির তিনজন। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন মাল্টিপারপাস হাই স্কুলের ছাত্র রাজদ্বীপ শাসমল। বাড়ি পুড়শুড়া এলাকায়। মাধ্যমিকে অষ্টম স্থান অধিকার করেছিল রাজদ্বীপ উচ্চমাধ্যমিকেও সেই স্থান ধরে রাখল। ভবিষ্যতে কম্পিউটার সাইন্স নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই।অন্যজন বৈদ্যবাটির বাসিন্দা অভ্রদীপ বেরা। সে মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র। অপরজন শ্রেষ্ঠা মুখার্জী শ্রী রামকৃষ্ণ শিশু তীর্থ হাই স্কুলের ছাত্রী। ডানকুনির বাসিন্দা শ্রেষ্ঠা। সে জানায়, এক থেকে দশের মধ্যে থাকবো এটা ভাবতে পারেনি ভবিষ্যতে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে বিদেশ মন্ত্রকের কাজে নিযুক্ত হতে চাই ।নবম স্থানে রয়েছে হুগলির দুইজন। তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯। মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র জিষ্ণু ঘোষ। তার বাড়ি উত্তরপাড়া নবগ্রাম এলাকায়।মাধ্যমিক পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছিল উচ্চমাধ্যমিকে নবম স্থান অধিকার করল। ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হতে চায়।অন্যজন গোঘাট বেলেপাড়ার বাসিন্দা সপ্তর্ষি পাঁজা।সে অনুর হাই স্কুলের ছাত্র।৪৮৮ নম্বর পেয়ে দশম স্থানে রয়েছে হুগলির ২ জন। আরামবাগ হাই স্কুলের ছাত্র সর্বজিৎ সাহা। বাড়ি গোঘাটে। অপরজন তারকেশ্বর রামনগরের বাসিন্দা অদৃশা সামন্ত। সে রামনগর নুট বিহারি পাল চৌধুরী হাই স্কুলের ছাত্রী।

নজিরবিহীন ফলাফল উচ্চমাধ্যমিকে, শীর্ষে বর্ধমানের রূপায়ণ

২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল সোমবার, পরীক্ষার মাত্র ৫০ দিনের মাথায়। দ্রুত ফল প্রকাশে যেমন রেকর্ড তৈরি করল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, তেমনি চমকপ্রদ ফলাফলে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়া থেকে অভিভাবক, শিক্ষক থেকে শিক্ষা মহল থেকে সবাই।চলতি বছরের পরীক্ষায় বসেছিল মোট ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯১৯ জন পরীক্ষার্থী। পাশের হার ৯০.৭৯ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি (২০২৪ সালে পাশের হার ছিল ৯০ শতাংশ)। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, "২০২০, ২০২১ ও ২০২২ সালের বিশেষ পরিস্থিতি বাদ দিলে, গত কয়েক বছরের মধ্যে এবারের ফলাফলই সেরা।

প্রথম দশে স্থান পেয়েছে মোট ৭২ জন পরীক্ষার্থী। সর্বোচ্চ নম্বর ৪৯৭ পেয়ে রাজ্যের শীর্ষ স্থানে রয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের সিএমএস হাইস্কুলের ছাত্র রূপায়ণ পাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৯৯.৪ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে কোচবিহারের বক্সিরহাট হাইস্কুলের ছাত্র তুষার দেবনাথ তার নম্বর ৪৯৬ (৯৯.২%)। তৃতীয় স্থানে রয়েছে হুগলির আরামবাগ হাইস্কুলের ছাত্র রাজর্ষি অধিকারী, যার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫ (৯৯%)।

চতুর্থ স্থানে এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে বাঁকুড়ার সোনামুখি হাইস্কুলের ছাত্রী সৃজিতা ঘোষাল। তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪ (৯৮.৮%)। ৪৯৩ নম্বর (৯৮.৬%) পেয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন মোট ৬ জন পরীক্ষার্থী। তারা হলেন, পশ্চিম মেদিনীপুরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনের ছাত্র বীরেশ ঘোষ, হুগলির আরামবাগ হাইস্কুলের প্রান্তিক গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলের তন্ময় প্রতীক, পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার কাশীরাম দাস ইনস্টিটিউশনের ঋদ্ধিক পাল, পূর্ব বর্ধমানের ভাতার এমপি হাইস্কুলের কুন্তল চৌধুরী এবং কোচবিহারের মণীন্দ্রনাথ হাইস্কুলের ছাত্রী ঐশী দাস, যিনি মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে।

চলতি বছরে ছেলেদের পাশের হার ৯২.৩ শতাংশ, যেখানে মেয়েদের পাশের হার ৮৮.১৮ শতাংশ। জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাশের হার পূর্ব মেদিনীপুরে, ৯৫.৭৪ শতাংশ।

ফল প্রকাশের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পড়ুয়াদের মধ্যে দেখা যায় উল্লাস ও আনন্দ। প্রথম তিনে স্থান পাওয়া পড়ুয়াদের বাড়িতে ভিড় জমিয়েছেন আত্মীয়-পরিজন থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দারা। অনেক স্কুলে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়েছে কৃতীদের। শিক্ষা সংসদের বক্তব্য, ভবিষ্যতে আরও দ্রুত ফলপ্রকাশ এবং পরীক্ষার মানোন্নয়নের দিকে নজর দেওয়া হবে।

ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায় উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম রূপায়ণ

উচ্চ মাধ্যমিকে ৪৯৭ নম্বর পেয়ে রাজ্যে প্রথম হয়েছে রূপায়ণ পাল। বর্ধমান সি এম এস হাই স্কুলের ছাত্র রূপায়ণ। সে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে পঞ্চম স্থান পেয়েছিল। রূপায়ণ ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। পড়াশোনার বাইরে সময় পেলে ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালবাসে রূপায়ণ। বাবা রবীন্দ্রনাথ পাল পূর্ব বর্ধমানের জৌগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক, মা জয়শ্রী পাল ভাতারের ভাটাকুল স্বর্ণময়ী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ থাকলেও পড়ার চাপে এখন বই পড়ার সময় পায় না বলে জানান মা জয়শ্রী পাল।রূপায়নদের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের খেড়ুরগ্রামে।তবে বর্তমানে তাদের বাড়ি বর্ধমান শহরের সুভাষপল্লীর কালিতলায়।রূপায়ন পাকিস্তানে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর হামলাকে সমর্থন করে বলে ভারত সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। চারজন টিউটর ছিল রূপায়নের।বাংলা ও ইংরেজি বাড়িতেই পড়তো। সারাদিনে গড়ে ১২ ঘন্টা পড়তো রূপায়ন।

৪৯৭ পেয়ে রাজ্যের শীর্ষ স্থানে পূর্ব বর্ধমানের সিএমএস হাইস্কুলের ছাত্র রূপায়ণ পাল।

উচ্চমাধ্যমিকে নবম তনয় টিকাদার ভালবাসে বই পড়তে

উচ্চমাধ্যমিকে নবম স্থান অধিকার করল অশোকনগর বয়েজ সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্র, তনয় টিকাদার, বাড়ি অশোকনগর ঈশ্বরী গাছা এলাকায়।

মাধ্যমিকের দশম স্থান অধিকার করেছিল এবার তনয় উচ্চ মাধ্যমিকে নবম স্থান অধিকার করল।

উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট নিয়ে তনয় সহ তার পরিবার।তনয় কে রেজাল্টের প্রথম খবর দেয় তার বাবা,তারপর তার গৃহশিক্ষক খবর দেয়।মোট ৬ জন গৃহশিক্ষক ছিলো তনয় এর।দিনে ৭-৮ ঘন্টা পড়াশোনা করত তনয়।গল্পের বই পড়া সিনেমা দেখা,পড়াশোনা বাইরে তনয়ের ভালোলাগা। ভবিষ্যতে ইউপিএসসি,সিএসসি দিয়ে আইপিএস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে তনয় এর। পাকিস্তান কে জবাব দিয়েছে ভারত,এইবিষয়টিকে গর্বের সাথে দেশের পজিটিভ দিক হিসাবে দেখছে তনয়। পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেভাবে কোন কোন জায়গায় নষ্ট হচ্ছে,সেটা রাজনৈতিক উস্কানিতে হচ্ছে বলেই মনে করে উচ্চমাধ্যমিকে নবমস্থান অধিকারী পড়ুয়া। তবে ভালো রেজাল্ট করবে আশা করলেও নবম স্থান অর্জন করবে তা আশা করেনি তনয়।

সাইরেন বাজিয়ে যুদ্ধের মহড়া কলকাতার লা মার্টিনিয়রে

সাইরেন বাজিয়ে যুদ্ধের মহড়া কলকাতার লা মার্টিনিয়রেপূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী কলকাতার বিভিন্ন স্কুলে যুদ্ধের মহড়া করা হলো। যার মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ কলকাতার লা মার্টিনিয়র স্কুল। প্রথমে সকাল ১১ টা কুড়ি মিনিট নাগাদ লা মার্টস বয়েজ স্কুলে যুদ্ধের সাইরেন বাজানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়াদের বেঞ্চের নিচে বসিয়ে আমি আঙ্গুল দিয়ে কি করতে হবে তা বোঝানো হয়। এরপরে সাইডেন বাজলে পড়ুয়াদের মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে তা শেখানো হয় পড়ুয়াদের। সেনাও পুলিশকর্তারা ছাড়াও এই মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন চিকিত্সক সন্দীপ সরকার।

তৃতীয়বার সাইড ইন বাজার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়াদের স্কুলের ভিতরে চলে যেতে বলা হয়। লা মার্টস বয়েজ স্কুলের পর একইভাবে মহড়া চলে লা মার্টস গার্লস স্কুলেও। আইরিন বাজানোর পাশাপাশি সেনা ও পুলিশকর্তাদের হাতে স্যাটেলাইট ফোন দেখা যায়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করতে হয় এবং কোন কোন পদ্ধতিতে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে এই মহড়ার আয়োজন বলে জানানো হয়েছে।

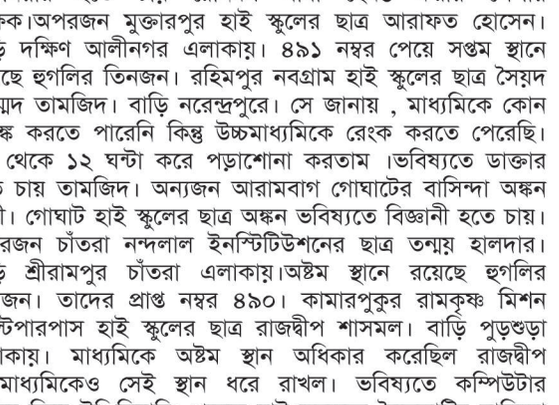

বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রাচীন স্থাপত্য ভারহুত স্তূপ ১৪৭ বছর আগের কথা কলকাতা জাদুঘরে কলেজ পড়ুয়াদের নিয়ে আলোচনায় ডক্টর মধুপর্না রায় চৌধুরী

সেনাবাহিনীর প্রত্যাঘাতকে শাঁখ, কাঁসর, ঘন্টা বাজিয়ে স্বাগত জানাল শেওড়াফুলির মানুষ

পহেলগামে পাক জঙ্গি হানায় পর্যটকদের মৃত্যুর প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানের নয়টি জঙ্গি ঘাটি সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দেওয়ায় বুধবার সকালে শেওড়াফুলিতে রীতিমতো কাঁসর, ঘন্টা, শাঁখ বাজিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই কর্মকাণ্ডকে স্বাগত জানালেন এলাকার মানুষ। সম্প্রতি কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলায় বহু পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় সারা দেশ ক্ষোভে ফুঁসছিল। দেশবাসী চাইছিলেন এর একটা উপযুক্ত প্রত্যাঘাত।

এবার বুধবার গভীর রাতে শত্রু দেশ পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে আক্রমণ চালিয়ে নয়টি জঙ্গি ঘাটি সম্পূর্ণ গুড়িয়ে দিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই প্রত্যাঘাতের সাফল্যে খুশি সমগ্র দেশবাসী। এদিন বুধবার সকালে শেওড়াফুলির স্থানীয় মানুষ ভারতের জাতীয় পতাকাকে সাক্ষী রেখে রীতিমতো কাঁসর, ঘন্টা, শাঁখ বাজিয়ে সেনাবাহিনীর এই সাফল্যকে উৎসর্গ করেন। স্থানীয় মানুষদের দাবি ভারত সরকার এমন প্রত্যাঘাত করুক যাতে ভৌগোলিক মানচিত্র থেকে পাকিস্তান দেশটাই মুছে যায়। যবে থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে তবে থেকে বিনা প্ররোচনায় পাকিস্তানের মদতে জঙ্গিরা ভারতবর্ষে একের পর এক হামলা চালিয়ে নিরীহ ভারতবাসীকে হত্যা করেছে। সম্প্রতি কাশ্মীরে বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের হত্যা করায় সারা বিশ্ব জুড়ে পাকিস্তান নিন্দিত হয়েছে। তাই মানুষ এখন চায় পৃথিবী থেকে এই জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। আর তারই পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তানের উপর এই প্রত্যাঘাতকে এলাকার মানুষ খুশি মনে স্বাগত জানিয়েছেন।

হিন্দুত্বতেই আস্থা বিজেপির, সাংগঠনিক বৈঠকে বার্তা রাজ্য বিজেপির

অভিজিৎ বসু

রাজ্য বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকের বুধবার ছিল দ্বিতীয় দিন। দ্বিতীয় দিনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে ছিলেন রাজ্যের বিজেপির পর্যবেক্ষক সুনীল বানসাল সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আজকের বৈঠকে ছিলেন। মূলত জেলা সভাপতি থেকে রাজ্য ও জেলা পদাধিকারী নেতাদের ডেকে আজ আন্দোলনের রূপরেখা ঠিক করাই আজকের বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।হিন্দুত্ব নিয়েই ভবিষ্যতে রাজ্যে আন্দোলন করার বার্তা দিয়ে দেওয়া হয় এদিনের বৈঠকে।শুরু থেকে আজ প্রথমে সুনীল বানসাল জেলায় আরো আন্দোলন করার বার্তা দেন।সম্পূর্ণ ক্লোজ ডোর বৈঠকে নতুন জেলা সভাপতিদের বলা হয় জেলা পটাধিকারী নেতাদের নিয়ে দ্রুত জেলাভিত্তিক বৈঠক করতে। সেখানে কি ধরনের আন্দোলন

সংঘবদ্ধ করা যায় তার ধারণা তৈরি করতে। এছাড়াও সুকান্ত মজুমদার তিনি জানান নতুন জেলা সভাপতিদের আরো উদ্যমী হতে হবে। জেলাভিত্তিক যা যা সরকারবিরোধী সবকিছু নিয়ে আন্দোলন করতে হবে। এছাড়াও হিন্দুত্ববাদী আন্দোলন আরো সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে এমনটাই আজকের বৈঠকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়াও আজকের বৈঠকে নতুন সভাপতি কে হতে পারেন সেই নিয়ম একাধিক পদাধিকারী নেতারা প্রশ্ন তোলেন। সেই বিষয় নিয়ে কার্যত কেন্দ্র নেতৃত্ব সময়ে কথা বলবে বলেও বার্তা দেন।

বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মে মাসেই

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা নির্দিষ্ট সময়ে উপভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দিতে তৎপর নবান্ন।চলতি মাসেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেবে রাজ্য সরকার বলে রাজ্য অর্থ দপ্তর সূত্রে খবর। প্রথম পর্যায়ে ৮ লক্ষ উপভোক্তা, যাদের বাড়ির লিনটন পর্যন্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে, প্রথমে তাঁদের টাকা ছাড়া হবে বলে অর্থ দফতর সূত্রে জানা গেছে। বাকি ৪ লক্ষ উপভোক্তার বাড়ির বকেয়া কাজ যাতে দ্রুত শেষ হয় পঞ্চায়েত দফতরকে সে ব্যাপারে নিয়মিত নজরদারি করতে বলা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে তাঁদের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া যায় সে ব্যাপারে পঞ্চায়েত দপ্তরকে নিশ্চিত করতে বলেছে নবান্ন। বলে আশা করা হচ্ছে। অর্থ দফতরের আশা চলতি মাসের মধ্যেই দুভাবে ১২ লক্ষ উপভোক্তার কাছে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পৌঁছে দেওয়া যাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৮ লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দিতে প্রায় ৪৮০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

এছাড়া, মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩০০ পরিবারকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের অধীনে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। তাদের প্রথম কিস্তির টাকা দিতে প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্য অর্থ দফতর। এছাড়া মালদা ও মুর্শিদাবাদের গঙ্গা ভাঙ্গন রোধে, মুর্শিদাবাদের ১৭৫ টি নতুন স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি এবং ধুলিয়ান ফরাক্কা ও সুতিকে সংযুক্ত করে নতুন মহকুমা গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেবে রাজ্য দপ্তর। এই যাবতীয় অর্থের সংস্থান করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে বলে অর্থ দপ্তর জানিয়েছে।

আদালতে বড় স্বস্তি রাজ্যের, চাকরি বাতিল মামলায় গৃহীত হল না বিকাশের আর্জি

আদালতে বড় স্বস্তি রাজ্যেরচাকরি বাতিল মামলায় রাজ্যের বড়সড় স্বস্তি। ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের অবমাননার মামলায় রাজ্যের আবেদন সঠিক, রায়ে জানাল বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদীর ডিভিশন বেঞ্চ। বুধবার হাইকোর্ট স্পষ্ট করে দেয়, চাকরি বাতিলের পর চিহ্নিত অযোগ্যদের বেতন ও ওয়েমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ এটাও স্পষ্ট করে দেয়, এই মামলা শোনার এক্তিয়ার নেই কলকাতা হাইকোর্টের।ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, যেহেতু কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট কিছু রদবদল করেছে, তাই এই মামলায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না কলকাতা হাইকোর্ট। নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত অযোগ্যদের বেতন ফেরত না দেওয়া এবং OMR শিট প্রকাশ না করার দায়ের হয় আদালত অবমাননার মামলা।প্রসঙ্গত, গত মাসে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেই ২০১৬ সালের এসএসসির পয়ানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। এক লহমায় চাকরি হারান ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী।

শীর্ষ আদালত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেছিল, তবে নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বদল করা হয়েছিল।যাঁরা ইতিমধ্যেই অযোগ্য বলে তথ্য সামনে এসেছে, অর্থাৎ যাঁরা ব্ল্যাঙ্ক ওএমআর জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদেরকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট 'অযোগ্য'দের বেতন ফেরানো-সহ একাধিক নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশগুলো কেন কার্যকর হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হয়েছিল আদালত অবমাননার মামলা।সেই মামলার শুনানিতে স্কুল শিক্ষাদফতরের বক্তব্য ছিল, মামলা করলে সুপ্রিম কোর্টে করতে হবে। যদিও আবেদনকারীদের মধ্যে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যর দাবি, যেহেতু নির্দেশের বিষয়বস্তুর উপর ব্যাপক অর্থে কোনও পরিবর্তন হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের মূল উদ্দেশ্যে কোনও পরিবর্তন সুপ্রিম কোর্ট করেনি, তাই কলকাতা হাই কোর্টে এই মামলা করা যায়। কিন্তু বুধবার ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিল, এই মামলায় হস্তক্ষেপ করবে না হাইকোর্ট।

বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে সব পক্ষের হলফনামা চাইল কলকাতা হাইকোর্ট

আরজি করের নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রীর নাম প্রকাশ্যে আনার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে আগেই কলকাতা হাইকোর্টের দায়ের হয়েছিল জনস্বার্থ মামলা।

ওই মামলায় সব পক্ষের থেকে হলফনামা তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ।

মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এদিন আদালতে পিটিশন জমা দেওয়ার আর্জি জানান বিনীতের আইনজীবী। অন্যদিকে এই মামলায় হলফনামা পেশ করার জন্য আদালতের কাছে সময় চেয়ে নেয় কেন্দ্রের আইনজীবী। এরপরই মামলায় সব পক্ষের হলফনামা তলব করে আদালত। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৪ জুন।

আরজি করের নির্যাতিতা ডাক্তারি ছাত্রীর নাম প্রকাশ্যে আনার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে আগেই আদালতে মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়েছিলেন আইনজীবী অনামিকা পাণ্ডে। আদালতে তাঁর প্রশ্ন ছিল, ''পুলিশের উচ্চ পদে থেকে কী ভাবে নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে আনলেন বিনীত গোয়েল?'' এরপরই মামলা গ্রহণ করেছিল আদালত।

অ্যাসিড খাইয়ে 'খুন' গৃহবধূকে

পণ না দেওয়ায় অত্যাচার! প্রাণ গেল গৃহবধূর! তরুণীকে অ্যাসিড খাইয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার মৃত্যু হয়েছে তরুণীর। ঘটনাটি ঘটেছে ওল্ড মালদহ পুরসভা এলাকায়। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম গৌরী পাল। বয়স ২২। তিনি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারি থানা এলাকার বাসিন্দা। বছর তিনকের আগে ওল্ড মালদহের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়া এলাকার বাসিন্দা প্রশান্ত পালের সঙ্গে বিয়ে হয়। দম্পতির দেড় বছরের এক কন্যাসন্তান রয়েছে।

মৃতার বাপের বাড়ির অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সদস্যরা পণের জন্য চাপ দিতে থাকেন। তা না দেওয়ার গৌরীর উপর মাঝে মধ্যেই অত্যাচার চলত বলে অভিযোগ। সম্প্রতি তাঁরা পাঁচ লক্ষ টাকা পণ দাবি করে অভিযুক্তরা। অত্যাচারের মাত্রাও চরমে উঠেছিল। সোমবার রাতে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন মিলে গৌরীকে জোর করে অ্যাসিড খাইয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

গৌরীকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনায় মৃতার বাবার বাড়ির পক্ষ থেকে স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির মোট ৪ জনের নামে মালদহ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও মৃতার শ্বশুরবাড়ির লোকজন খুনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি সাংসারিক অশান্তির কারণে গৌরী অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তবে আত্মহত্যা, না কি খুন? তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে মালদহ থানার পুলিশ। তবে রাত পর্যন্ত অভিযুক্তদের কাউকে রাত পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ।

আগামী ১৫ মাস বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু

শীঘ্রই যানজটের সমস্যায় ভুগতে হবে শহরবাসীকে। সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হতে পারে বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি সেতু। কলকাতা ও হাওড়াকে সড়কপথে যুক্ত করতে এই সেতুর ভূমিকা অন্যতম । এদিকে নবান্ন যাওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর সেতু গুরুত্বপূর্ণ। ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি এড়াতে এবং বিকল্প রাস্তা খুঁজতে শীঘ্রই বৈঠকে বসবে নবান্ন। জানা গিয়েছে, প্রতিদিন কয়েক হাজার যানবাহন চলাচল করে বিদ্যাসাগর সেতুতে । গত এক বছর ধরে এই সেতুর সংস্কার চলছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অংশে সংস্কার হয়েছে। কলকাতার একটি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে ব্রিজের মেরামত থেকে শুরু করে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছে এক জার্মান সংস্থাকে। প্রায় ২০০ কোটি টাকা খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে।আরও পড়ুন রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সামনে অবস্থান করতে পারবে না বিজেপি, জানাল হাইকোর্ট ফেল হওয়ার ভয়!

নিট পরীক্ষা দিয়ে এসেই আত্মঘাতী তেলঙ্গানার দুই পরীক্ষার্থীএবার বিদ্যাসাগর সেতুর বিভিন্ন অংশে দুর্বল হয়ে পড়া ২০ টি স্টে কেবল দ্রুত পরিবর্তনের কাজ শুরু হবে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, স্টে কেবলগুলি সেতুটিকে উপরের দিকে টান টান করে ধরে রাখে। এই কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোনও দুর্ঘটনা বা বিপত্তি এড়াতে সতর্ক হতে চাইছে নবান্ন। তাই শীঘ্রই রাজ্য প্রশাসনিক কর্তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার সঙ্গে বৈঠকে বসবে বলে খবর। কাজের সময় সেতুর দুই লেনের গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। বন্ধ রাখতে হবে একাধিক লেন। স্টে কেবল পরিবর্তনের কাজ শেষ হলে ৮২৩ মিটার সেতুর বিয়ারিং বদলের কাজ শুরু হবে বলেও জানা গিয়েছে। সেই সময় ১২ ঘণ্টা করে যান চলাচল বন্ধ রাখতে হবে। সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদ্যাসাগর সেতু সংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করতে ১৫ মাস সময় লাগবে।

যানচলাচল বন্ধ হলে স্বাভাবিকভাবেই ভোগান্তি বাড়বে সাধারণ মানুষ। প্রতিদিন সকালে অসংখ্য নিত্যযাত্রী এই পথ হয়ে নিজের অফিস বা গন্তব্যে পৌঁছায়। কীভাবে তাঁদের অসুবিধা না করেই কাজ শুরু করা যায়, তাও ভেবে দেখবে নবান্ন ।

ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার

ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের হাসিমারার ঘটনা। এর আগেও এই এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সফিকুল ইসলাম। তিনি জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দা। নাকা চেকিং চলাকালীন আটক করে পুলিশ। এরপর তল্লাশি চালাতেই তার থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৩০৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার। তৎক্ষণাত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এর পিছনে আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে বলেও অনুমান পুলিশের।

ইতিমধ্যেই পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। এই গ্যাং-এর সঙ্গে আর ও কেউ জড়িত আছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, এর আগে আলিপুরদুয়ার-২ নং ব্লকের মাঝেরডাবড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সমেত দুজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ৫২ গ্রাম ওজনের ব্রাউন সুগারের প্যাকেট , নগদ টাকা ও ওজন মাপার একটি যন্ত্র। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

হরিহরপাড়ায় চলল দুই রাউন্ড গুলি, জখম এক তৃণমূল কর্মী

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার মালোপাড়া এলাকায় মঙ্গলবার রাতে ঘটে গেল চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে চালানো হল পরপর দুই রাউন্ড গুলি। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। গুলিবিদ্ধ ওই তৃণমূল কর্মীর নাম মাওলা বক্স মন্ডল।

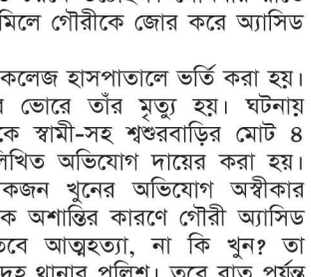

তিনি বলেন, "বাড়ির সামনে বসেছিলাম। আচমকা তিনজন এসে আমার দিকে গুলি চালায়। পরপর দুই রাউন্ড গুলি চলে। একটি গুলি লাগে বাঁ হাতে।" তিনি আরও দাবি করেন, পুরনো শত্রুতার জেরেই এই হামলা এবং অভিযুক্তরা কংগ্রেস কর্মী রাজেশ ও ববিন।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারাই মাওলাকে প্রথমে হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনার জেরে গোটা মালোপাড়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। ইতিমধ্যেই হামলার তদন্ত শুরু করেছে তারা। গুলি চালানোর পেছনে রাজনৈতিক শত্রুতা না অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার সময় মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর থাকায় রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কারণ এদিনই অর্থাৎ মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের সুতিতে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। আর এদিনই রাতে এমন ঘটনা সামনে এল।

রেস্তরাঁ ভাঙ্গায় ১৪ দিনের নিষেধাজ্ঞা পুরসভাকে

এলগিন রোডের তিনটি রেস্তরাঁকেও কলকাতা পুরসভা নোটিস ধরিয়েছিল। বলেছিল 'রুফটফ'বন্ধ করতে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিল কর্তৃপক্ষ। মামলার শুনানি শেষে মঙ্গলবার বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী দু'সপ্তাহ ওই তিন রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে কোনওরকম আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না কলকাতা পুরসভা। অবিলম্বে তাদের বিকল্প পথ বার করতে হবে।এদিন বিচারপতি কান্ত প্রশ্ন তোলেন, "ড্রাঙ্কেন টেডি, রোমানিয়া, স্ক্রেপইয়ার্ড নামে ওই তিন রেস্তরাঁর বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও ফায়ার লাইসেন্স রয়েছে। তাহলে কীসের ভিত্তিতে নোটিস ধরিয়ে বেআইনি বলা হল!" মোট কথা আদলতের পরবর্তি নির্দেশ ছাড়া রেস্তরাঁগুলির বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নিতে পারবে না কলকাতা পুরসভা।এর আগে কলকাতার পার্কস্ট্রিট চত্বরে একটি 'রুফটপ' রেস্তরাঁ (ম্যাগমা হাউজ) ভাঙার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। ওই মামলায় রেস্তরাঁটি ভাঙার কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত। সেখানে নতুন করে আর ভাঙার কাজ করা যাবে না। সোমবার এই নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের একক বেঞ্চ। আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। বড়বাজারের অগ্নিকাণ্ডের পর কলকাতার বিভিন্ন ভবনে আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য কী ব্যবস্থা রয়েছে, সে দিকে আরও বেশি নজর দিতে শুরু করেছে পুর প্রশাসন।

এই অবস্থায় শহরের সব 'রুফটপ' রেস্তরাঁ আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয় কলকাতা পুরসভা।গত শুক্রবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। পরে পুরসভা একটি নির্দেশিকাও জারি করে।

'রুফটপ' রেস্তরাঁগুলিকে অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এরই মধ্যে পার্কস্ট্রিট চত্বরের 'ম্যাগমা হাউজ' কর্তৃপক্ষ অভিযোগ তোলে, তাদের রেস্তরাঁটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে। তা নিয়ে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী। সোমবার মামলাটি শুনানির জন্য উঠলে ভাঙাভাঙির কাজে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয় আদালত। একইভাবে কলকাতার এলগিন রোডের ওই তিন রেস্তরাঁও আপাতত বন্ধ করা হচ্ছে না। অন্তত দু'সপ্তাহ পর্যন্ত কোনও আইনি পদক্ষেপ করতে পারবে না পুরসভা।

তিনটি অস্ত্রোপচারের পরে বাঁচল কাটা হাত

বর্ধমানের চাঁচাইয়ের বাসিন্দা, কৌশিক ঘোষ নামে ওই যুবক পেশায় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ সারানোর মিস্ত্রি। গত ২১ মার্চ সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি তেলের কারখানায় যন্ত্র (ঘানি) মেরামত করতে গিয়েছিলেন তিনি। কাজ করার সময়ে আচমকাই কৌশিকের ডান হাতে থাকা স্টিলের বালাটি কব্জির কাছে নেমে আসে। আর সেটি ওই যন্ত্রের একটি নাটবল্টুর সঙ্গে আটকে যাওয়ায় হাতটি যন্ত্রের ভিতরে ঢুকে যায়। তাতেই কনুইয়ের কিছুটা নীচ থেকে পুরো আড়াআড়ি ভাবে কেটে মাটিতে পড়ে যায় ডান হাতের বাকি অংশ।

এ দিন কৌশিক বলেন, "শুনেছিলাম, কাটা হাত জোড়া লাগানো যায়। তাই আর দেরি না

করে কাটা হাতটি ব্যাগে ভরে, কনুইয়ের নীচে কাপড় জড়িয়ে ওই কারখানার মালিকের বাইকে চেপে স্থানীয় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাই।" ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে

তড়িঘড়ি কৌশিককে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কৌশিকের ভাই শৌভিক জানান, বর্ধমান থেকে প্রথমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, সেখান থেকে বিকেল ৫টা নাগাদ এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারে পৌঁছন তাঁরা। শৌভিকের কথায়, "কাটা হাত জোড়া লাগানো যায়, শুধু এটুকুই আমরা জানতাম। কিন্তু, কাটা হাতটি কী ভাবে সংরক্ষণ করে আনতে হয়, তা জানা ছিল না। তাই অস্ত্রোপচারে কিছুটা ঝুঁকি ছিল।"

গরমের তান্ডব, তাপপ্রবাহের সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গে

শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহ চলবে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুষ্ক পশ্চিমা বায়ু এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর কারণেই তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে

জনমত : কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টি চলছে বাংলায়। তাপমাত্রা কম থাকলেও ঘামের অস্বস্তি রয়েছে। এরইমধ্যে বর্ষা নিয়ে বড় খবর দিল আবহাওয়া দফতর। সময়ের আগেই ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা ঢুকতে পারে। সোমবার পর্যন্ত রাজ্যের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। একইসঙ্গে রয়েছে তাপপ্রবাহের সতর্কতা।বুধবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। ৩০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার হেরফের হবে না। বৃহস্পতিবার থেকে ৩-৪ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়বে।<সপ্তাহান্তে উপকূল ও বাংলাদেশ সংলগ্ন জেলাগুলিতে হালকা ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহ চলবে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শুষ্ক পশ্চিমা বায়ু এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর কারণেই তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়াবিদরা। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে। শনিবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূমে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে। রবিবার পশ্চিমের বেশ কিছু জেলায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে। উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকতে পারে ৮০-৯০ শতাংশ। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর । মঙ্গলবার রাত থেকেই দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা এই পাঁচ জেলাতে। নিচের তিন জেলা-মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একইসঙ্গে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে।মৌসম ভবন আগাম বর্ষার বার্তা দিয়েছে। জানানো হয়েছে, নির্ধারিত দিনের নয় দিন আগেই আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ঢুকবে। ১৩ মে, মঙ্গলবার আন্দামান সাগর, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ষা পৌঁছে যাবে। আবহাওয়া দফতর বলছে, আগেভাগেই ভারতের মূল ভূখণ্ডে বর্ষা ঢুকতে পারে।

চুরি করতে এসে মিষ্টি-মুখ চোরেদের

ফাঁকা বাড়িতে ঢুকে ঘরদোর লন্ডভন্ড করে চুরি। সেখানেই শেষ নয়। রীতিমতো এসি চালিয়ে ফ্রিজে থাকা মিষ্টি ও খাবার খেয়ে চম্পট দিয়েছে চোরেরা। দক্ষিণ দমদম পুরসভা এলাকার ন'নম্বর ওয়ার্ডে খোদ স্থানীয় পুরপ্রতিনিধির বাড়ির পিছনে এক রবার ব্যবসায়ীর বাড়িতে এ ভাবেই নগদ টাকা ও গয়না-সহ কয়েক লক্ষ টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে। ওই ব্যবসায়ীর এক আত্মীয় জানান, মুম্বই থেকে আজ, বুধবার শহরে ফেরার কথা পরিবারটির। তাঁরা ফিরলে তার পরেই নির্দিষ্ট ভাবে জানা যাবে, কত টাকার, কী কী জিনিস চুরি হয়েছে। চুরির ধরন দেখে পুলিশের ধারণা, চোরের সংখ্যা ছিল একাধিক।

পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রের খবর, ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পাল সপরিবার মুম্বইয়ে তাঁর মেয়ের বাড়িতে গিয়েছেন। তাঁরা ২৭ এপ্রিল কলকাতা থেকে রওনা দেন। ওই ব্যবসায়ীর দাদা মানস পাল জানান, তাঁর ভাইয়ের শ্বশুর-শাশুড়ির সেই বাড়িতে এসে থাকার কথা ছিল।

কিন্তু কোনও কারণে তাঁরা সেখানে থাকতে পারেননি। সোমবার সন্ধ্যায় তাঁরা জামাইয়ের বাড়িতে এসেছিলেন। তখনই চুরির ঘটনাটি জানা যায়। বাড়ির দরজা খুলে শ্বশুর-শাশুড়ি দেখেন, ঘরের ভিতরে তছনছ করা হয়েছে। তিনটি আলমারি ভেঙে চুরি করা হয়েছে টাকা ও গয়না। এর পরে পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। গৃহকর্তার শ্বশুর-শাশুড়ি জানান, বেরিয়ে যাওয়ার আগে এসি চালিয়ে ফ্রিজে থাকা মিষ্টি ও খাবারও খায় চোরেরা।

এলাকার বাসিন্দারা জানান, চুরির ঘটনাটি তাঁরা কেউ টের পাননি। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। জনবহুল ওই এলাকায় স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি রীতা রায়চৌধুরী ও তাঁর স্বামী, পুর চেয়ারম্যান পারিষদ সুরজিৎ রায়চৌধুরীর (ট্যাবলা) বাড়ির পাশেই এই ঘটনা ঘটেছে। জায়গাটি দমদম স্টেশনের কাছে হওয়ায় অপরাধ ঘটিয়ে দ্রুত পালানো সহজ, তাই নজরদারি আরও বাড়ানো দরকার বলে মনে করছেন স্থানীয়দের একাংশ। যদিও প্রশাসনের দাবি, এলাকায় নজরদারি রয়েছে। সিসি ক্যামেরাও রয়েছে। পুলিশের টহলদারি চলে নিয়মিত।

রীতা জানান, ওই ব্যবসায়ী যে মুম্বইয়ে গিয়েছেন, তা তাঁরা জানতেন না। বাড়ি বন্ধ ছিল। সারা বাড়ি লন্ডভন্ড করা হয়েছে। অনেক সামগ্রী চুরি গিয়েছে। পুলিশ বিষয়টি দেখছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযোগ পেয়ে দ্রুত তদন্ত শুরু করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনও দুষ্কৃতী-চক্র এই ঘটনা ঘটিয়েছে কিনা, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শান্তি ফিরুক গোটা বিশ্বে

এই পৃথিবী যেন ক্রমশই এক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হচ্ছে। কোথাও ধর্মের নামে, কোথাও রাষ্ট্রের নামে, কোথাও আবার নিছক ক্ষমতার লোভে; প্রতিদিন বিসর্জিত হচ্ছে নিরীহ প্রাণ, ধ্বংস হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তি। এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে, যখন যুদ্ধ, হিংসা ও সন্ত্রাস বিশ্বজুড়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তখন আমাদের সকলের কণ্ঠে একটাই আবেদন শোনা উচিত; 'শান্তি ফিরুক গোটা বিশ্বে।'

শান্তি মানে কেবল যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়। শান্তি মানে নিরাপত্তা, সহাবস্থান, মানবতা এবং সম্মানের ভিত্তিতে একসঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার। শান্তি মানে এমন এক সমাজব্যবস্থা, যেখানে মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও মানুষ পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এটি একটি মানসিক অবস্থাও বটে; যেখানে প্রতিহিংসার বদলে সংলাপ, হিংসার বদলে সহানুভূতি এবং ঘৃণার বদলে ভালোবাসা স্থান পায়।

আজকের বাস্তবতা ভিন্ন। যুদ্ধ কেবল সীমান্তে সীমাবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়েছে নাগরিক জীবনের প্রতিটি স্তরে। ঘৃণার রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত বিদ্বেষ, সন্ত্রাসবাদ; সব মিলিয়ে এক গভীর অস্থিরতা গ্রাস করছে বিশ্বকে। এক দেশের সঙ্কট আজ আর ওই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিশ্বায়নের যুগে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা পৃথিবীতে।

শান্তির অনুপস্থিতি আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়। যুদ্ধ ও সন্ত্রাসের ফলে যে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়, তা একটি জাতির ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তোলে। শুধু তাই নয়, একটানা হিংসা মানুষের মনোজগতে এক ধরনের স্থায়ী ভয় ও অবিশ্বাসের জন্ম দেয়, যা থেকে সৃষ্টি হয় নতুন বিদ্বেষ; নতুন সংঘাত। এই চক্র থেকে মুক্তি পেতেই প্রয়োজন সুশাসন, শিক্ষা, সহনশীলতা ও সর্বোপরি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।

শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য কূটনৈতিক আলোচনার পাশাপাশি দরকার গণমানুষের মনোজগতে পরিবর্তন আনা। প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে, প্রতিটি ধর্মীয় কেন্দ্রে যদি সহিষ্ণুতা ও মানবিকতার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে যুদ্ধ নয়, শান্তিই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ।

আজ আমাদের দরকার অস্ত্রের নয়, দরকার আলোচনার টেবিল। দরকার প্রতিশোধের নয়, দরকার পুনর্মিলনের। একটি বিশ্ব, যেখানে শিশুদের হাতে খেলনা থাকবে, অস্ত্র নয়; যেখানে ধর্ম হবে শান্তির পাথেয়, বিদ্বেষের নয়; যেখানে মানুষ মানুষকে আপন ভাববে, পর নয়; এই স্বপ্নেই আমরা উচ্চারণ করি, 'শান্তি ফিরুক গোটা বিশ্বে।'

আজকের দিন

৮ মে- নজরকাড়া ঘটনাবলী

১৭৯৪ - ফ্রান্সের রসায়ন বিজ্ঞানের জনক এ্যান্থেনিও লেভিকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল।
১৮৬৩ - ভারতে প্রথম রেডক্রস দিবস উদ্যাপিত হয়।
১৮৮৪ - হ্যারি এস. ট্রুম্যান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩তম রাষ্ট্রপতি।
১৯০২ - দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত একটি পাহাড় থেকে বিকট শব্দে হঠাৎ অগ্ন্যুৎপাত শুরু হওয়ায় সেন পিয়ারে নামের একটি শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।
১৯০৩ - আলভিন রবার্ট কর্নেলিয়াস, পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি।
১৯১১ - আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, বাংলাদেশী সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ।
১৯২১ - রুমানিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯৪৫ - সোভিয়েত লাল ফৌজের বার্লিন বিজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরাজয় ঘটে।
১৯৪৮ - কলকাতায় রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান দক্ষিণীর প্রতিষ্ঠা হয়।
১৯৬২- রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করা হয়।
১৯৯৬ - দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য যুগের পরবর্তী নতুন সংবিধান চালু হয়।

জ্ঞানবৃক্ষ

আপনি বড়ো

মুখে যাহারা বড়াই করে তাহারা সুখে থাকে, তাহাদের অল্প অহংকার অল্পেই উদ্বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে মনে যাহারা বড়ো হইয়া বসিয়া আছে, অথচ বুদ্ধির আতিশয্যবশত মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, তাহাদের অবস্থা সুখের নহে। যেমন বাষ্পের ধর্ম ব্যাপ্ত হওয়া, তেমনি অহংকারের ধর্মই প্রকাশ পাওয়া। যে তাহাকে অন্তরে আটকে রাখিতে চায় সে তাহার সেই রুদ্ধ অহংকারের অবিশ্রাম আঘাতে সর্বদাই পীড়িত হইতে থাকে। বরং নিজের দুঃখশোক নিজের মধ্যে রোধ করিয়া থাকিলে মহৎ ধৈর্যজনিত একপ্রকার গভীর সুখ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু চপল অহংকারকে হৃদয়ের গোপন কক্ষের মধ্যে শোষণ করিয়া সেই মহত্ত্বের সুখটুকুও পাওয়া যায় না।

যাহারা দুঃখ শোক নীরবে বহন করিয়া সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখের উপরে একপ্রকার উত্তাপবিহীন জ্যোতির্ময় ছায়া পড়ে, কিন্তু অপরিতৃপ্ত অহংকার যাহাদের হৃদয়বিবরে ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের নেত্রের অধঃপল্লবে একপ্রকার জ্যোতিহীন জ্বালা, তাহাদের চিরশীর্ণ তীক্ষ্ণ মুখে, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রহস্যরেখাসকল প্রকাশ পায়। বরঞ্চ যৌবনকালে এই উগ্র প্রাখর্য তাহাদের সৌন্দর্যের তেমন ক্ষতিকর না হইতেও পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের যে বিমল শান্তিময় মমতাপূর্ণ অচঞ্চল শারদ শোভা তাহা তাহারা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। বয়সকালে তাহাদের চক্ষুপল্লবে সেই উজ্জ্বল কোমল অশ্রুরেখার ন্যায় ভারাক্রান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টি, তাহাদের ওষ্ঠাধরে সেই স্নেহভাষায় জড়িত বাসনাহীন সান্ত্বনাপূর্ণ সুধাধৌত মৃদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না। তাহারা সৌন্দর্য প্রাণপণে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকূপ হইতে কুৎসিত বাষ্প অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়। তাহারা বার্ধক্য গোপন করিতে চায়, অকালে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, অথচ কোনোকালে বার্ধ্যকের পরিণত গাম্ভীর্য লাভ করিতে পারে না।

যাহারা কিছু একটা কাজ করিয়া তুলিয়াছে, কোনো একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে ক্রমশ তাহা সম্পন্ন করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে অহংকার সঞ্চিত হইতে পারে না, কার্যস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া ভাঙিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যাহারা কিছু করে না, করিতে পারে না, মনে করে করিতে পারি অথচ করিতে গিয়া নিষ্ফল হয়, তাহারা অহংকার বাহির করিয়া ফেলিবার পথ পায় না।

(রবীন্দ্র রচনাবলী হইতে)

'সবচেয়ে সুখী' দেশ ফিনল্যান্ড, সেখানে কীভাবে ধরা দেয় সুখ

জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে (বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের তালিকায়) আরও একবার শীর্ষে রয়েছে ফিনল্যান্ড। এই নিয়ে টানা আটবার ওই শিরোপা অর্জন করেছে তারা। কিন্তু কী আছে দেশটিতে, সুখ বলতে কী বোঝেন সেখানকার মানুষেরা?

গত মার্চে প্রকাশিত হয় সুখ বিষয়ক জাতিসংঘের এই প্রতিবেদন। অনেকের চোখে বিস্ময় তৈরি করে দিয়ে টানা অষ্টমবারের মতো এই তালিকার শীর্ষে স্থান পায় ফিনল্যান্ড। 'পরম সুখী' দেশের শিরোপা ও প্রশংসার বিষয়টি নিয়ে সেখানকার বাসিন্দারা সম্মানিতবোধ করছেন এটা ঠিক, তবে তাদের মতে এক্ষেত্রে 'সুখ' আসলে সঠিক শব্দ নয়।

এর পরিবর্তে 'তৃপ্তি', 'পরিপূর্ণতা' বা 'জীবনযাপনে সন্তুষ্টি'র মতো শব্দগুলোকে আরও বেশি মানানসই বলে মনে করেন তারা। "কেউই সব সময় সুখী হতে পারে না এবং কখনো কখনো পরিস্থিতি বিষয়টাকে কঠিন করে তোলে। কিন্তু নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সমতার মতো মৌলিক অধিকারের প্রাপ্তিকে (সুখী হওয়ার জন্য) একটা শুভ সূচনা বলা যেতে পারে," সম্প্রতি ফেসবুকে একটা পোস্টে এমনটাই লিখেছিলেন ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব।

নাগরিকরা যেভাবেই দেখুন না কেন, সুখী দেশের তকমা উদযাপন করছেন ফিনল্যান্ডের ট্রাভেল অপারেটররা। দেশটির সঙ্গে সুখের সম্পর্কটা কী তা জানতে এবং আরও কাছ থেকে এর অভিজ্ঞতা নিতে আরও বেশি মানুষ সেখানে ঘুরতে আসবে বলে আশা করছেন তারা।

বিষয়টা এমন নয় যে হেলসিঙ্কি বিমানবন্দরে নামার পরপরই, অথবা রাজধানীর বন্দরে বাল্টিক ফেরিতে উঠেই পর্যটকরা চারপাশে কেবল হাসিমুখের মানুষ দেখবেন বা বাতাসে ভেসে বেড়ানো তাদের সুখের কলকাকলী শুনতে পাবেন। বরং পর্যটকদের জন্য ফিনল্যান্ডের আবেদন ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে সেখানকার প্রকৃতি, নাগরিকদের মধ্যে গভীরভাবে মূর্ত ভারসাম্যের মূল্যবোধ এবং তাদের দৈনন্দিন সন্তুষ্টির মাঝে।

প্রসঙ্গত, ফিনল্যান্ড ছাড়াও ২০২৫ সালের শীর্ষ সুখী দেশের তালিকায় রয়েছে, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, কোস্টারিকা, নরওয়ে, ইসরায়েল, লুক্সেমবার্গ ও মেক্সিকো। গ্যালাপ জরিপে বৈষম্য (বা এর অনুপস্থিতি), সামাজিক সমর্থন, মাথাপিছু জিডিপি, গড় আয়ু, স্বাধীনতা, উদারতা, দুর্নীতি, ইতিবাচক আবেগ এবং অনুদান দেওয়া ও স্বেচ্ছায় সেবা করার ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

'সুখ' সম্পর্কে ফিনল্যান্ডের ধারণা 'সূক্ষ্ম' এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে একটা নির্দিষ্ট অর্থ বহন করলেও এই ধারণা সেখানকার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ক্রমাগত আরও ওপরে ওঠার চেষ্টা করার বদলে সেখানকার নাগরিকেরা জোর দেন জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখায়, অন্যদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা এবং তৃপ্তি খোঁজায়। আর এই সমস্ত গুণাবলীই কিন্তু পর্যটকদের মধ্যে অনুরণিত হয়। তারাও নিজেদের অভিজ্ঞতায় এই বিষয়গুলোকে সামিল করতে চান।

পর্যটকরা ফিনল্যান্ডের প্রকৃতি, সেখানকার 'সওনা' সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, টেকসই পরিকল্পনা এবং জীবনধারার সঙ্গে সরাসরি জুড়তে চান। সওনা সংস্কৃতি হলো ফিনল্যান্ড ও নরডিক দেশগুলোতে প্রচলিত সংস্কৃতি যা এখন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। 'ভিসিট ফিনল্যান্ড'-এর আন্তর্জাতিক অপারেশনের পরিচালক টিমু আহোলা বলেন, 'আমরা সুখকে ওই পাঁচটা উপাদানের সারসংক্ষেপ হিসেবে দেখি। তবে সুখের মূল্যায়ন করার জন্য এর মধ্যে কোনো একটা আকর্ষণকে কেন্দ্র করে আমরা ডেটা সংগ্রহ বা পরিমাপ করি না।'

এরমধ্যে 'সওনা সংস্কৃতি' সর্বাধিক জনপ্রিয় বলে মনে করেন তিনি। পাশাপাশি ফিনল্যান্ড যে একটা নিরাপদ দেশ, সেই বিষয়েও জোর দিচ্ছিলেন টিমু আহোলা। তার মতে, এখানে সম্ভাব্য ঝুঁকির মধ্যে একটা হলো উত্তর ল্যাপল্যান্ডে অবাধে ঘুরে বেরানো বল্গা হরিণের মুখোমুখি হওয়া।

অন্যদিকে, ফিনল্যান্ডের শেফদের মধ্যে যে নতুন ও আত্মবিশ্বাসী প্রজন্ম রয়েছে, তাদের মাঝে ফিনিশ রান্নাবান্না সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছে। একইসঙ্গে সেখানকার রান্না আন্তর্জাতিক সম্মানও অর্জন করেছে।

বিশ্বের একেবারে উত্তরতম অঞ্চলে অবস্থিত রেস্তোঁরা 'টাপিও' রয়েছে ফিনল্যান্ডের রুকা-কুসামোতে। এই রেস্তোঁরার ঝুলিতে রয়েছে মর্যাদাপূর্ণ 'মিশেলিন স্টার' (মিশেলিন গাইডের তরফে দেওয়া একটা বিশেষ মর্যাদা যা কয়েকটা নির্দিষ্ট মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়)-এর তকমা।

সাইমা লেকল্যান্ড অঞ্চলকে ২০২৪ সালে 'ইউরোপীয়ান রিজিয়ন অফ গ্যাস্ট্রোনমি'র (যে অঞ্চলে সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, হেলসিঙ্কি জুড়ে একাধিক রেস্তোঁরার খাবারে সেখানকার স্থানীয় ভোজ্য সম্পদের বিপুল ভাণ্ডারের দেখা মেলে। এই তালিকায় রয়েছে স্থানীয় মাশরুম, বেরি ও মাছ। একইসঙ্গে খেলাধুলোকে উদযাপন করতেও ভোলে না তারা।

প্রসঙ্গত, ফিনল্যান্ডে একটা বিশেষ আইন রয়েছে যার নাম 'জোকাইসেনোইকুডেট' বা 'এভরিম্যানস রাইট'। ওই আইনে বলা আছে, ফিনল্যান্ডের অন্তহীন বন, উপকূলীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অভ্যন্তরীণ জলপথে সবার প্রবেশাধিকার আছে। ফিনল্যান্ড ঘুরতে আসা পর্যটকদের মধ্যে সিংহভাগই হয় হেলসিঙ্কি থেকে তাদের ভ্রমণ শুরু করেন বা সেখানে তাদের সফর শেষ করেন।

ওই দেশের 'সন্তুষ্টির' একটা ঝলক দেখা যেতে পারে হেলসিঙ্কিতে বসেই। এটা সমুদ্র তীরবর্তী শহর যেখানে প্রাকৃতিক দ্বীপপুঞ্জ এবং পুনরুদ্ধার করা ভূমির সম্ভার দেখা যায়। শহরের চারপাশে কয়েক ডজন স্ট্যান্ড রয়েছে যেখানে 'সিটি বাইক' সহজলভ্য। সেই বাইকে চেপে মধ্যে উপকূল ছুঁয়ে থাকা সাইক্লিং রুট ধরে অনায়াসে ঘুরে বেরানো যায়। কেউ চাইলে সেন্ট্রাল পার্ক থেকে শুরু করে শহরের উত্তর পরিধি পর্যন্ত প্রসারিত বনাঞ্চলে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। উপভোগ করতে পারেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য।

এই জাতীয় রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাকে অবাধে উপভোগ, বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার অনুভূতি কিন্তু 'এন্ডরফিন' নামক হরমোনকে উদ্দীপ্ত করে। সহজভাবে বলতে গেলে 'এন্ডরফিন' মানব শরীরে উৎপন্ন হওয়া প্রাকৃতিক ব্যথানাশক। এই হরমোন ব্যথা ও চাপ কমাতে, সুস্থতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আর 'এন্ডরফিন'-এর সঙ্গেই জাতিসংঘের হ্যাপিনেস র্যা ঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসাবে থাকা বিষয়গুলো যেমন আয়ু, স্বাধীনতা এবং ইতিবাচক আবেগের সম্পর্ক রয়েছে।

পূর্ব ফিনল্যান্ডে বিস্তৃত সাইমা লেকল্যান্ড অঞ্চলে অবস্থিত 'সাইমা লাইফ' নামক 'নেচার অ্যান্ড ওয়েলনেস' কোম্পানি (প্রকৃতির সান্নিধ্যে সুস্থতা লাভ) এই সম্পর্কে আরও কাছ থেকে বুঝতে সাহায্য করে। মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং গাইড মারি আহোনেন এই সংস্থা পরিচালনা করেন।

ফিনল্যান্ডের নাগরিকরা যেভাবে প্রকৃতি এবং জীবনধারার ভারসাম্য বজায় রেখে মানসিক প্রশান্তির কথা বলে থাকে, সেই ধারণায় বিশ্বাস করেন মারি আহোনেন। শুধু তাই নয়, উৎসাহের সঙ্গে এই ধারণাকে পর্যটকদের মধ্যে ছড়িয়েও দেন তিনি।

সরাসরি এই অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি তার অতিথিদের 'শিনরিন-ইয়োকু' (বনাঞ্চলে স্নান), ঐতিহ্যবাহী লেকসাইড সওনা, ওয়াইল্ড সুইমিং (সমুদ্র, হ্রদ, বা প্রাকৃতিক জলাশয়ে সাঁতার), মাশরুম এবং বেরি তোলার জন্য অবাধে ভ্রমণ বা বনাঞ্চলে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করার জন্য নিয়ে যান। 'বিশ্ব সবচেয়ে সুখী হওয়ার বিষয়টাকে আমাদের ইতিবাচকভাবে দেখা উচিত। এর জ্বলন্ত উদাহরণ আমি নিজে। (ফিনল্যান্ডের) এই স্ট্যাটাসকে ভিত্তি করেই আমি আমার ব্যবসা দাঁড় করাতে পেরেছি।'

'কেউ কেউ বলেন, ফিনল্যান্ডে জন্ম নেওয়াটা লটারি জেতার মতোই,' যুক্ত করেন মারি।

এখানে লটারি জেতার অর্থ জীবনে সন্তুষ্টি এবং ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করায়। 'চারপাশে যা রয়েছে তা-ই যথেষ্ট'-এই চিন্তা এখানে কাজ করে।

তবে প্রত্যাশার এই পরিধিকে কখনোই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সম্পদের অভাবের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। কারণ মোবাইল ব্র্যান্ড 'নোকিয়া'র জন্মস্থান ফিনল্যান্ড। বাগান তৈরির সরঞ্জাম এবং কাঁচি প্রস্তুতকারক 'ফিস্কার' এবং টেক্সটাইল ও পোশাকের আইকন 'মারিমেক্কো'র জন্মস্থানও এই দেশই।

টানা আট বছর ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশের শিরোপা জিতে নেওয়া ফিনল্যান্ড যে অর্থনৈতিক চাপ বা বিতর্কের সম্মুখীন হয়নি এমনটা নয়। পাশাপাশি দীর্ঘ, অন্ধকার শীতকাল মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

হারুন উর রশীদ স্বপন

৫.৮ ট্রিলিয়ন ডলার পাওনা, তবু ঋণের ফাঁদে বাংলাদেশ!

জলবায়ু ও পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের পাওনা ৫.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ সেই অর্থ পাচ্ছে না। উল্টো উন্নয়নের নামে দেয়া ৭৮ বিলিয়ন ডলারের ফাঁদে বাংলাদেশ জর্জরিত। অ্যাকশন এইড ইন্টান্যাশনাল সম্প্রতি তাদের প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। তারা ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকান ইউনিয়নের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে 'হু ওজ হু' শীর্ষক এই প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু ও পরিবেশবিদরা বলছেন কার্বন নিঃসরণ করে জলবায়ু ও পরিবেশের ক্ষতি করছে যেসব উন্নত দেশ, তাদের কাছ থেকে ওই অর্থ আদায়ের আন্তর্জাতিক কোনো আইনি কাঠামো নেই। তবে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ফোরামে পাওনার দাবি জোরালো করা এবং 'বার্গেইনিং ক্যাপাসিটি' বাড়ানো জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির শিকার শীর্ষ দেশগুলোর একটি বাংলাদেশ। অলাভজনক সংস্থা জার্মান ওয়াচ-এর ২০২১ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার ১০টি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে সাত নম্বরে রয়েছে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশে উপকূলীয় জেলার মানুষ সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার। সাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে ওইসব অঞ্চলে কৃষিজমি কমেছে প্রায় ৮০ শতাংশ, বাস্তুচ্যূত হচ্ছে মানুষ।

খুলনার সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ইউনিয়নের বাসিন্দা পিযুষ বাউলিয়া রিপন জলবায়ু কর্মী হিসাবে কাজ করেন একটি স্বেচ্ছসেবী প্রতিষ্ঠানে। তিনি জানান, ওই এলাকার মানুষ পানীয় জলের সংকটে আছেন প্রায় ১৫ বছর ধরে। আর ওই উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের গাবুরা ও মুন্সিগঞ্জ সহ আটটি ইউনিয়নে চলছে পানীয় জলের জন্য হাহাকার। পিযুষ বাউলিয়া রিপন বলেন, 'সিডর,

আইলা জলবায়ুর পরিবর্তন এবং চিংড়ি চাষের শিকার আমরা। এলাকায় কোনো সুপেয় জল নেই। সরকারের দিক থেকেও কোনো উদ্যোগ তেমন নাই। অনেক কষ্টে বহু দূর থেকে জল এনে জীবন চলছে।'

'আর এই কারণে চার লাখ বাসিন্দার এই উপজেলার অর্ধেক মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে গেছে। আর নারী ও শিশুদের ৭০ শতাংশই নানা জলবাহিত রোগে আক্রান্ত। এলাকার ফসলি জমিও লবণ- জলের কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে অনেকেই পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন,' বলেন তিনি।

তার কথা, 'এলাকার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিয়ন গাবুরা। ওই ইউনিয়নে খাবার জল নাই। কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে তাদের খাবার জল কিনে আনতে হয়।' বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লিডার্স জলবায়ু নিয়ে কাজ করে। লিডার্স-এর নির্বাহী পরিচালক মোহন কুমার মন্ডল বলেন, 'আমরা খুলনা ও সাতক্ষীরার কিছু উপজেলা নিয়ে কাজ করি। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় পানীয় জলের সংকট এবং কৃষি জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনেকে বাধ্য হয়ে দীর্ঘদির লবণ-জল ব্যবহার কারে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে আছেন।'

তার কথা, 'ওই অঞ্চলের ধনী-গরিব সবাই এর শিকার। ৬০ শতাংম মানুষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। পেশা হারাচ্ছেন মানুষ। ফলে মৌসুমি এবং স্থায়ী মাইগ্রেশন বাড়ছে।'

'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে মানুষ। নদী ভাঙ্গনে সর্বস্বান্ত হচ্ছে অনেক পরিবার,' বলেন তিনি।

অ্যাকশনএইড-এর প্রতিবেদন বলছে, ১৯৯২ সাল থেকে নিঃসরণ বিবেচনায় নিলে দূষণকারী ও ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে সবচেয়ে কম হলেও বাংলাদেশের ৫.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের জলবায়ু ক্ষতিপূরণ পাওনা। আর ১৯৬০ সাল থেকে ওই অর্থের পরিমাণ ৭.৯ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে পারে বলে ধারণা দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে।

প্রদিবেদনে বলা হয়েছে উন্নয়নের নামে নেয়া ৭৮ বিলিয়ন ডলারের ফাঁদে বাংলাদেশ জর্জরিত। এই সময়ে জাতীয় রাজস্বের ১৬.৯ শতাংশ অর্থ গেছে বিদেশি ঋণ পরিশোধের পেছনে, যেখানে দেশের স্বাস্থ্যখাতে মাত্র ৩.৮ শতাংশ এবং শিক্ষাখাতে মাত্র ১১.৭৩ শতাংশ অর্থ খরচ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের কঠিন সংকটের বিষয়টি তুলে ধরে প্রতিবেদনে জরুরি ভিত্তিতে এই বিদেশি ঋণ প্রত্যাহার এবং 'বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের' ওপর জোর দেয়া হয়েছে। ধনী দেশ, বেসরকারি ঋণদাতা এবং বৈশ্বিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জলবায়ু কর্মসূচিসহ অপরিহার্য সরকারি সেবাসমূহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ। বিপরীতে ধনী দেশগুলো জলবায়ু ক্ষতিপূরণ হিসেবে বাংলাদেশকে ৫.৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের জলবায়ু ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এতে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে বিশ্বের ৫৪টি নিম্ন আয়ের দেশ বিদেশি ঋণের ফাঁদে জর্জরিত ছিল। দেশগুলো জাতীয় উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে ধনী দেশগুলোকে ১৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিশোধ করেছে।

অন্যদিকে জলবায়ু দূষণের ক্ষতিপূরণ হিসেবে ধনী দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশসহ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলো ১০৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওনা, যা নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের বিদেশি ঋণ ১.৪৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৭০ গুণ বেশি। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব গভীর ও বিপজ্জনক। শিল্পোন্নত দেশগুলোর কারণে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়েছে, যার কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে প্রায় দুই কোটি মানুষ বাস্তুচ্যূত হতে পারেন।

জলবায়ু ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ড. আতিক রহমান বলেন, 'আসলে এইভাবে হিসাব করে উন্নত বিশ্বের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা কঠিন। আমাদের প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে। সুনির্দিষ্টভাবে দেখাতে হবে কত মানুষের কী কী ক্ষতি হয়েছে।

চিঠিপত্র

মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে

'বাড়ল সাংসদের বেতন ও পেনশন' (২৫-৩) শীর্ষক সংবাদ প্রসঙ্গে কিছু কথা। দেশের মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে থাকেন, বিনা চিকিৎসায়, অপুষ্টিতে মারা যান। সে দেশে সাংসদদের বেতন মাসিক ১ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হল ১ লক্ষ ২৪ হাজার। ভাতা, পেনশন-সহ অন্যান্য বিষয়েও তাঁদের আর্থিক সামর্থ্য বাড়ানো হয়েছে। এমনিতেই তাঁদের জন্য বিদ্যুৎ, জল, ফোন, ইন্টারনেট 'ফ্রি'। বিমানে, সড়কে যাতায়াতের ভাড়াও সরকারের থেকে পান। ফ্ল্যাট বা বাংলো পান, নয়তো আবাসন ভাতা পেয়ে যান। এই খাতে দেশের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়।

স্বাধীনতার জন্য যাঁরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছেন তাঁরা কষ্টকে হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন। কত রাত ঘুমাননি, দিনের পর দিন অনাহারে থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। কারাগারে গিয়েছেন, পুলিশের মার খেয়েছেন, গুলি খেয়েছেন বুকে-পিঠে। কিন্তু তাঁদের স্বপ্ন সফল হয়নি। এত অন্ধকার পেরিয়ে যাওয়ার পরেও দেশে আলো ফোটেনি। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন, বস্ত্র-বাসস্থান- কর্মসংস্থান; সব ক্ষেত্রেই হাহাকার। স্বাধীন দেশে যাঁরা মানুষের স্বপ্নপূরণের দায়িত্ব নিলেন, তাঁরা সেই স্বপ্নপূরণের পরিবর্তে নিজেদের এবং পরিবারের নিশ্চিত আরামের জীবন তৈরি করতে মন দিয়েছেন! এখন দেশসেবা হয় অর্থের বিনিময়ে। এ কিন্তু আগে ছিল না। আবার এত পারিশ্রমিক নিয়েও তাঁরা দেশের কাজ করছেন কি? সংসদে প্রায়ই নিজেদের স্বার্থেই হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, অশালীন কথাবার্তার বন্যা দেখা যায়। সেখানে সাধারণ মানুষের সমস্যা কতখানি আলোচিত হয়?

নিখিল কবিরাজ,
শ্যামপুর, হাওড়া

অনাচার চলছে

যাঁরা দেশ পরিচালনা করার দায়িত্বে আছেন সেই সাংসদদের বেতন ও নানা ভাতা সম্প্রতি এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সাধারণ মানুষকে সেবা করার দায়িত্ব নিয়ে তাঁরা ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে এসেছেন। নিজেদের নয়, তাঁদের সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধাই দেখার কথা। সাধারণ মানুষের চাহিদাগুলি অর্থের অভাবে যখন তাঁরা পূরণ করতে পারছেন না, তখন তাঁরা মানুষের সমস্যা ভাবার পরিবর্তে নিজেদের বেতন বাড়িয়ে নিলেন বা সুযোগ-সুবিধা আগেভাগেই নিয়ে নিলেন? এটা কেমন দায়িত্ববোধ বা নৈতিকতার পরিচয়? এ জন্য কি তাঁদের নির্বাচিত করে পাঠানো হয়েছে? তাঁরা তো জনগণের সেবা করতে এসেছেন বলে প্রচার করেন। এই কি সেই সেবার নমুনা?

স্কুল পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিলের খাদ্যখাতে বরাদ্দ বাড়ানোর টাকা নেই। মিড-ডে মিল কর্মীদের ভাতা বাড়ানোর অর্থ নেই। কেরলে আশা কর্মীরা দিনের পর দিন অবস্থানে বসে আছেন বেতন বৃদ্ধির দাবিতে। সারা দেশেই সরকারি প্রকল্পগুলির কর্মীরা ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন করছেন, তাঁদের জন্য সরকারি কোষাগারে টাকা নেই। এই সমস্ত গরিব কর্মীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অথচ যাঁরা জনগণের সেবার জন্য নির্বাচিত তাঁদের বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে, এই ঘটনা কোন ইঙ্গিত করে? সরকারি কোষাগারে টাকা নেই, এ কথা যে শুধু অজুহাত এতেই তো প্রমাণিত।

ক্ষমতা থাকলে নিজেদের সুযোগ-সুবিধাটুকুই শুধু দেখতে হবে এই স্বার্থপরতা দেখিয়ে নেতারা দেশের কাছে কী দৃষ্টান্ত রাখছেন? তাঁদের দেখে সাধারণ মানুষ কী বুঝবে, কী শিখবে? কোন পথে চলবে? অন্য দিকে, কম মজুরির কর্মীরা অনুদান বাড়ানোর দাবি করলে কাজ ছাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, প্রতিবাদ বা আন্দোলন করলে তাঁদের উপর অত্যাচারের খাঁড়া নেমে আসছে। এ কেমন বিচার?

অনুরূপা দাস,
পাঁশকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর

অস্থির সময়ে সোনায় বিনিয়োগ করা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

সাম্প্রতিক মাসগুলোয় বিশ্ববাজারে সোনার দাম রেকর্ড পরিমাণে বেড়েছে। বাজারে অনিশ্চয়তার কারণে ব্যবসায়ীরা নিরাপদ বিনিয়োগ মনে করে সোনা কেনায় ঝোঁকার কারণেই এটা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আর্থিক সংকট বা অস্থির সময়ে প্রথাগতভাবেই এই মূল্যবান ধাতুটিকে নির্ভরযোগ্য ও দৃশ্যমান সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু এটি কি সত্যিই কোনো নিরাপদ বিনিয়োগ?

গত এক শতাব্দীর মধ্যে বৈশ্বিক বাণিজ্যনীতিতে অন্যতম বড় পরিবর্তন ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ, যার প্রতিক্রিয়ায় গত সপ্তাহে স্বর্ণের দাম রেকর্ড পরিমাণে বেড়ে তিন হাজার ১৬৭ ডলার ছাড়িয়ে যায়। শুল্ক ও বাণিজ্য যুদ্ধ নিয়ে উদ্বেগের কারণে চলতি বছর বারবার স্বর্ণের রেকর্ড ভেঙেছে। অস্থির সময়ে প্রায়ই স্বর্ণের দামে ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়।

অর্থবাজার ধসে পড়লে হঠাৎ করে 'সোনা কেনার হিড়িক' শুরু হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক ক্রেতা সোনা কেনার চেষ্টা করেন।' হয় সরকার, ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী অথবা খুচরো বিনিয়োগকারী, বলেন বেলফাস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ ড. ফিলিপ ফ্লায়ার্স।

তিনি আরও বলেন, 'সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে শেয়ারের মতো ইক্যুইটি ছেড়ে দিচ্ছে এবং স্বর্ণের দিকে ঝুঁকছে।' 'আর এতে স্বর্ণের দাম অনেক বেড়ে যাচ্ছে।' প্রথাগতভাবে আর্থিক অনিশ্চয়তার সময়ে সোনাকে 'সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ধাতু' হিসেবে ধরা হয়।

২০২০ সালে করোনা মহামারির সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে হঠাৎ করেই স্বর্ণের দাম অনেক বেড়ে যায়। তবে, আর্থিক বাজারের অনিশ্চয়তা সোনাকেও প্রভাবিত করতে পারে।২০২০ সালের জানুয়ারিতে করোনা মহামারির প্রাদুর্ভাব শুরু হলে স্বর্ণের দাম হঠাৎ করে বেড়ে যায়। তবে মার্চ মাসের মধ্যেই সেই দাম আবার কমতে শুরু করে। এটি 'নিরাপদ' বিনিয়োগ, তার মানে এই নয় যে এতে কোনো ঝুঁকি নেই, বলেন ড. ফ্লায়ার্স।

তবুও আর্থিক অনিশ্চয়তার সময়ে বিনিয়োগের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হিসেবে এখনও সোনা বিবেচিত হয়। আর তা কেবল এর মূল্যের জন্য নয়, বরং ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে অত্যন্ত মূল্যবান হিসেবে গণ্য হওয়ায় এটি সহজে বিনিময়যোগ্যও।

বাসায় থাকা স্বর্ণের গয়না বা এর তৈরি অন্যান্য সামগ্রীর মূল্য সাধারণত বৈশ্বিক অর্থবাজারের ওঠানামায় তেমন প্রভাবিত হয় না। তবে ধাতুটিতে বড় পরিমাণে বিনিয়োগ করা হলে তা বড় বড় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে।

সোনার দাম, এখন কত?

অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনার দাম এক লক্ষের গণ্ডি ছুঁয়েছিল, এরপর গত সপ্তাহ থেকেই কিছুটা দাম কমেছিল, মঙ্গলবার সোনার দাম ফের বেড়েছে। চলতি বছরের শুরু থেকেই সোনার দাম বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। অক্ষয় তৃতীয়ায় দাম ছুঁয়ে ফেলে লক্ষ টাকার গণ্ডি। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী এবং দেশীয় কারণে সোনার দাম বেড়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্পের শুল্কনীতির ফলে শেয়ার বাজারে ধস নেমেছিল। ফের এই ধাতুর দাম বাজারে বাড়তে শুরু করেছে। আগামী দিনে সোনার দাম আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা জানিয়েছে বিশেষজ্ঞ মহল।

৬ মে কলকাতায় গ্রাম প্রতি ২৪ ক্যারেট সোনার দাম
১ গ্রাম সোনার দাম- ৯ হাজার ৮৪৬ টাকা
৮ গ্রাম সোনার দাম- ৭৮ হাজার ৭৬৮ টাকা
১০ গ্রাম সোনার দাম- ৯৮ হাজার ৪৬০
১০০ গ্রাম সোনার দাম- ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬০০ টাকা।
কলকাতায় গ্রাম প্রতি ২২ ক্যারেট সোনার দাম
১ গ্রাম সোনার দাম- ৯ হাজার ২৫ টাকা
৮ গ্রাম সোনার দাম- ৭২ হাজার ২০০ টাকা
১০ গ্রাম সোনার দাম- ৯০ হাজার ২৫০ টাকা
১০০ গ্রাম সোনার দাম- ৯ লক্ষ ২ হাজার ৫০০ টাকা।

এখনই গৃহঋণের খোঁজে রয়েছেন, অফার জানুন ব্যাঙ্ক অফ বরোদার

যারা এখনই ঘরবাড়ি তৈরির জন্য বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য লোন চাইছেন তাদের জন্য সুখবর শোনাচ্ছে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা। এই ব্যাঙ্ক গৃহঋণে সুদের হার ৮.৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮ শতাংশ করেছে। সংশোধিত সুদের হার ১৫ লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের নতুন এবং গৃহ উন্নয়ন ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই সুবিধা ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট স্কোরের সঙ্গে যুক্ত।

ব্যাঙ্ক এক বিবৃতিতে বলেছে যে, সুদের হারে মহিলা ঋণগ্রহীতাদের জন্য ০.০৫ শতাংশ ছাড় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৪০ বছরের কম বয়সী ঋণগ্রহীতাদের জন্য ০.১০ শতাংশ ছাড়।

পলিসি বাজারের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত অন্যান্য প্রধান ঋণদাতাদের গৃহঋণের সুদের হার এখানে দেওয়া হল-
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৭.৮৫ শতাংশ থেকে শুরু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ৮ শতাংশ থেকে শুরু
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৮.০৫ শতাংশ থেকে শুরু
এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক ৮.৫০ শতাংশ থেকে শুরু
আইসিআইসিআই ব্যাংক ৮.৭৫ শতাংশ থেকে শুরু

রাষ্ট্রায়ত্ত ঋণদাতার নির্বাহী পরিচালক সঞ্জয় মুদালিয়ার বলেছেন, 'ব্যাঙ্ক অফ বরোদার নতুন হ্রাসকৃত গৃহঋণের হার বাড়ির মালিকানাকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলবে। আমরা নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের জন্য বিশেষ ছাড়ও দিচ্ছি।'

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা বলেছে জানিয়েছে ডিজিটাল প্রক্রিয়া গৃহঋণের আবেদনের ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যান্য ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক বহির্ভূত ঋণদাতাদের কাছ থেকে বর্তমান ঋণগ্রহীতারা ন্যূনতম ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে তাদের ঋণ ব্যাঙ্ক অফ বরোদাতে স্থানান্তর করতে পারেন এবং ব্যালেন্স ট্রান্সফার প্রকল্পের অধীনে কম সুদের সুবিধা পেতে পারেন।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদার সুদের হার এমন এক সময়ে কমানো হয়েছে যখন সরকারি ও বেসরকারি ঋণদাতারা গৃহঋণ গ্রাহকদের জন্য প্রতিযোগিতা করছে।

বিওবি গৃহঋণের জন্য কীভাবে আবেদন করবেন?

আবেদনকারীরা তাদের নিকটতম ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখায় অথবা ব্যাঙ্কের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

মিউচুয়াল ফান্ডে এসআইপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করে লাভের টাকা ঘরে তুলুন

মিউচুয়াল ফান্ডে সিপ (সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করলে নিশ্চিত রিটার্ন (গ্যারান্টিড রিটার্ন) পাওয়া যায় না, কারণ মিউচুয়াল ফান্ডের রিটার্ন বাজার-সম্পর্কিত ঝুঁকি (মার্কেট রিস্ক), ফান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। তবে, দীর্ঘমেয়াদে SIP-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করলে ডলার-কস্ট এভারেজিং-এর সুবিধা পাওয়া যায়, যা ভালো রিটার্নের সম্ভাবনা বাড়ায়। এসআইপি হল এমন একটি বিষয় যেখান থেকে যদি বেশি সময় ধরে আপনি বিনিয়োগ করেন তাহলে সেখান থেকে লাভের টাকা ঘরে তুলতে পারবেন।

SIP-এর সুবিধা

ডিসিপ্লিনড ইনভেস্টমেন্ট নিয়মিত বিনিয়োগের অভ্যাস গড়ে তোলে।

ডলার-কস্ট এভারেজিং বাজার নিম্নমুখী হলে বেশি ইউনিট কেনা হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক হতে পারে।

পাওয়ার অব কম্পাউন্ডিং দীর্ঘ সময় ধরে বিনিয়োগ করলে সুদ-অনুসুদের প্রভাবে সম্পদ বাড়ে।

কোনো ফান্ডে গ্যারান্টিড রিটার্ন নেই, তবে কিছু অপশন কম ঝুঁকি প্রদান করে।

ডেট ফান্ড/ FD কম ঝুঁকি, নির্দিষ্ট রিটার্ন (তবে SIP-এর মতো লিকুইড নয়)।

হাইব্রিড ফান্ড ইকুইটি ও ডেটের মিশ্রণে মধ্যম ঝুঁকি।

ইন্ডেক্স ফান্ড লো-কস্ট, মার্কেট ইনডেক্স (যেমন Nifty ৫০) ট্র্যাক করে।

SIP-এ নিশ্চিত রিটার্ন নেই, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে (৭-১০+ বছর) ইকুইটি ফান্ডে SIP ভালো রিটার্ন দিতে পারে (ইতিহাস অনুযায়ী এ ১২-১৫% CAGR)। যদি গ্যারান্টিড রিটার্ন চান, তাহলে FD, RD, বা dibenture মিউচুয়াল ফান্ড বিবেচনা করুন, যদিও তাদের রিটার্ন সাধারণত কম (৬-৮%)।

বিনিয়োগের আগে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার-এর সাথে কথা বলুন এবং আপনার রিস্ক টোলারেন্স বুঝে নিন।

বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি থাকা জার্মানির গাড়ি শিল্প এখন জটিল প্রতিযোগিতায়

জার্মানির মোটর শিল্প জটিল প্রতিযোগিতা এবং ভয়াবহ পরীক্ষার মধ্যে পড়েছে। ফলে সামনে এগোতে চাইলে আরো বড় উদ্ভাবন এবং অভিযোজনের পথ সুগম করতে হবে। কিন্তু এই শিল্পে ভুলটা কোথায় হয়েছে এবং এখান থেকে উত্তরণের পথই বা কী?

গত কয়েক দশক ধরেই জার্মান গাড়ি এবং ভ্যানের বিশ্বব্যাপী সুখ্যাতি রয়েছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি বদলাচ্ছে, এবং জার্মান গাড়ি শিল্পে খারাপ সময়ের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। গাড়ি নির্মাতাদের বড় সংস্কার প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। এটা অবশ্য শুধু জার্মান গাড়ি বা গাড়ি শিল্পের ক্ষেত্রেই ঘটছে না। কিন্তু ইউরোপের শক্তিকেন্দ্র হিসেবে জার্মানিরটা বেশি দেখা যাচ্ছে।

সেন্টার ফর অটোমোটিভ রিসার্চের পরিচালক বিট্রিক্স কেইম বলেন, ''করোনা পূর্ববর্তী পরিস্থিতির তুলনায় পিছিয়ে আছে বাজার, পার্থক্য প্রায় বিশ লাখ গাড়ির মতো। ফল্কসভাগেনের কথা ধরুন। এই গ্রুপের মার্কেট শেয়ার ২৫ শতাংশের মতো। যার অর্থ হচ্ছে প্রতিবছর তাদের পাঁচ লাখ গাড়ি কম যাচ্ছে।''

জার্মানির আইএনজির প্রধান অর্থনীতিবিদ কার্সটেন বিরেস্কি বলেন, ''গাড়ি শিল্পই একমাত্র শিল্প নয় যেটি জ্বালানির খরচ, মজুর বৃদ্ধির কারণে ভুগছে। চীনের ভূমিকাও বদলে গেছে। তারা আর সহজ রপ্তানি গন্তব্য নেই। বরং এক কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে। সেটাও এক চ্যালেঞ্জ।''

আর এসবের প্রভাব জার্মানির শীর্ষস্থানীয় গাড়ি নির্মাতাদের মুনাফায় ফুটে উঠেছে। এই অধঃপতন শুধুমাত্র একটি হেঁচকির চেয়েও বেশি কিছু। বিক্রি কমে যাওয়ার প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। দাম বৃদ্ধির প্রভাব শিল্প এবং ভোক্তাদের উপর পড়ছে যা পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলেছে।

সেন্টার ফর অটোমোটিভ রিসার্চের পরিচালক বিট্রিক্স কেইম বলেন, ''অবশ্যই মহামারির পর ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বেড়ে চলা খরচ, বিশেষ করে জ্বালানির খরচ বৃদ্ধির বিষয় রয়েছে। খরচ বৃদ্ধির কারণে বিশ্বের সব জায়গাতেই মানুষের পকেটে অর্থ কমে গেছে। ফলে তারা বেতন বৃদ্ধির দাবি করছে। আর সেটাও খরচ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। সবকিছু মিলিয়েই এই পরিস্থিতি হয়েছে।''

মোটর শিল্প জার্মানির সবচেয়ে বড় শিল্প এবং এটি অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

অনেকে একটা কথা বলেন, যখন মোটর শিল্প হাঁচি দেয়, তখন পুরো জার্মান অর্থনীতির সর্দি শুরু হয়।

কারণ গাড়ি শিল্প শুধুই গাড়ির বিষয় নয়।

আইএনজি প্রধান অর্থনীতিবিদ কার্সটেন বিরেস্কির ভাষায়, ''আপনি যদি এটা সরবরাহকারী, সরবরাহকারীদের সরবরাহকারীর সঙ্গে যুক্ত করেন, তাহলে দেখবেন পুরো অবকাঠামো মোটর শিল্পের উপর নির্ভরশীল। ভেবে দেখুন এসবের কিছু কারখানা কোথায় অবস্থিত - প্রায়ই দেখবেন সেগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সুতরাং অনেকক্ষেত্রে অনেক শহর, গ্রাম সবকিছু মিলিয়ে মোটর শিল্পের উপর নির্ভরশীল।''

ইতোমধ্যে বিওয়াইডি-র মতো চীনা ব্র্যান্ড আঞ্চলিক বাজারে ফল্কসভাগেনের চেয়েও এগিয়ে গেছে। তবে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে চীনা গাড়িগুলো জার্মান মডেলগুলোর চেয়ে ভালো নয়। বিশেষ করে সংযোগ এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে।

কার্সটেন বিরেস্কি বলেন, ''আমি মনে করি জার্মানির মোটর শিল্প এখনো বেশ শক্তিশালী অবস্থায় রয়েছে। এটা এমন নয় যে জার্মান গাড়ি নির্মাতারা আর গাড়ি বিক্রি করছে না। তারা অতীতের চেয়ে কম গাড়ি বিক্রি করছে। বাজার আরো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে।''

বিট্রিক্স কেইম মনে করেন, ''তাদের প্রযুক্তির প্রতি সেই আগ্রহ ফিরিয়ে আনতে হবে যা উৎপাদনে এবং বিশেষ করে উন্নয়নে গতি আনবে।''

জার্মান মোটর শিল্প এই বেড়ে চলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরীক্ষার কারণে সামনের দিনে আরো বেশি উদ্ভাবন এবং অভিযোজনে মনোযোগী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। (ডয়েচে ভেলে)

ইনস্ট্যান্ট নুডুলস খাওয়া কি ভালো? কী বলছে গবেষণা

ইনস্ট্যান্ট নুডুলস সারা বিশ্বে জনপ্রিয় একটি চটকদার খাবার (Fast Food)। বিশেষত ছাত্র, কর্মব্যস্ত মানুষ এ জিনিস খুবই পছন্দ করেন। তবে এটি স্বাস্থ্যসম্মত কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইনস্ট্যান্ট নুডুলসের মূল উপাদান হলো ময়দা, পাম অয়েল, লবণ, মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট (MSG), প্রিজারভেটিভস এবং ফ্লেভারিং পাউডার। খিদে পেলে আমরা সবার প্রথমেই কিন্তু ভাবি নুডুলসের কথা। তাছাড়া বাইরে থাকলে ইনস্ট্যান্ট নুডুলসের প্রতি আমরা ভরসা রাখি সকলেই। তাছাড়া বর্তমানে বাজারে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ইনস্ট্যান্ট নুডুলস পাওয়া যায়। তাছাড়া আমরা রেস্টুরেন্টে গেলেও কিন্তু নুডুলস বেশি খেয়ে থাকি। তবে বর্তমানে এই নুডুলসের চাহিদা কিন্তু আমাদের দেশে বেশি বেড়েছে। মলিও এটি কিন্তু চাহিদা একটু বেশি। এই খাবারটি বেশি চাইনিজ, ইতালি মেক্সিকো, জাপানের মানুষেরা বেশি পছন্দ করেন।গবেষণায় দেখা গেছে, ইনস্ট্যান্ট নুডুলস বেশি পরিমাণে খেলে হার্ট অ্যাটাক, ডায়াবেটিস রোগ অন্যান্য গুরুতর রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এমনকি মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি রয়েছে। যা কিন্তু স্বাস্থ্যের উপর খুব খারাপ প্রভাব ফেলে।ইনস্ট্যান্ট নুডুলস জীবন বাঁচানোর খাবার হতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্য বাঁচানোর খাবার নয়। এটি অতিরিক্ত সোডিয়াম , প্রিজারভেটিভ এবং খাদ্যগুণের অভাব এর জন্য ক্ষতিকর। মাঝে মধ্যে খাওয়া যেতে পারে, তবে নিয়মিত

খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত নয়।গবেষণায় দেখা গেছে, যখন যে ব্যক্তি এই নুডুলস খান, তারা মেটাবলিক সিনড্রোম হওয়ার ঝুঁকি সবথেকে বেশি। এটি এমন একটি অবস্থা যা হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি। কী বলছেন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কোনও ব্যক্তি সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই নুডুলস খান, তাহলে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। তাই ইনস্ট্যান্ট নুডুলস খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে, জানেন।

এই গরমে সুস্থ থাকবেন কী করে

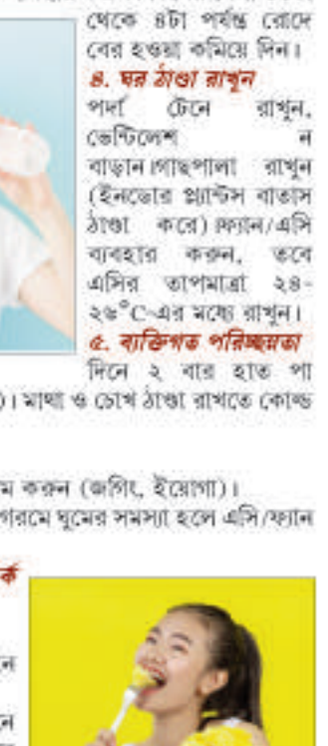

আপনার জন্য সহজ টিপস। গরমে সুস্থ থাকতে কিছু সহজ কিন্তু কার্যকরী উপায় মেনে চলুন

১. পর্যাপ্ত জল ও তরল খাবারদিনে ৩-৪ লিটার জল পান করুন।ডাবের জল, লেবুর শরবত, তাজা ফলের রস, ঘরে বানানো ওআরএস বা স্যালাইন খান।চা-কফি বা কোমল পানীয় কম খান (এগুলো ডিহাইড্রেশন বাড়ায়)।

২. হালকা ও পুষ্টিকর খাবার

হালকা, সহজপাচ্য খাবার যেমন: ভাত, ডাল, সবজি, মাছ, দই। তাজা ফল (যেমন: তরমুজ, শসা, আম, লিচু) খান—এগুলো শরীর ঠাণ্ডা রাখে।রাস্তার খাবার বা ভারী তেল-মসলার খাবার এড়িয়ে চলুন।

৩. পোশাকের ব্যাপারে সচেতন

তাহালকা রঙের সুতি কাপড় পরুন (গাঢ় রঙের কাপড় তাপ শোষণ করে)। সানগ্লাস, টুপি বা ছাতা ব্যবহার করুন। দিনের বেলা ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত রোদে বের হওয়া কমিয়ে দিন।

৪. ঘর ঠাণ্ডা রাখুন

পর্দা টেনে রাখুন, ভেন্টিলেশন বাড়ান।গাছপালা রাখুন (ইনডোর প্ল্যান্টস বাতাস ঠাণ্ডা করে) ফ্যান/এসি ব্যবহার করুন, তবে এসির তাপমাত্রা ২৪-২৬°C-এর মধ্যে রাখুন।

৫. ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

দিনে ২ বার হাত পা পরিষ্কার করুন (যদি সম্ভব হয়)। মাথা ও চোখ ঠাণ্ডা রাখতে কোল্ড কমপ্রেস ব্যবহার করুন।

৬. শরীরচর্চা ও বিশ্রাম

সকাল বা সন্ধ্যায় হালকা ব্যায়াম করুন (জগিং, ইয়োগা)।
পর্যাপ্ত ঘুম (৭-৮ ঘণ্টা) নিন—গরমে ঘুমের সমস্যা হলে এসি/ফ্যান চালিয়ে ঘুমান।

৭. হিটস্ট্রোক থেকে সতর্ক থাকুন

লক্ষণ:
মাথাব্যথা, বমি, দুর্বলতা, অজ্ঞান হওয়া।
করণীয়: সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা স্থানে যান, জল পান করুন, শরীরে জল ঢালুন।

৮. বিশেষ যত্ন (বাচ্চা, বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তি)

শিশু ও বয়স্কদের অতিরিক্ত যত্ন নিন (তাদের ডিহাইড্রেশন দ্রুত হয়)।ডায়াবেটিস, হার্টের রোগী বা উচ্চ রক্তচাপ থাকলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

৯. প্রাকৃতিক উপায়ে ঠাণ্ডা থাকুন

পুদিনা পাতা, ঠাণ্ডা দুধ, দইয়ের লস্যি খান। পায়ে ঠাণ্ডা জল দিন বা মোজা ভিজিয়ে পরুন। গরমে অসুস্থতা এড়াতে সচেতনতা ও প্রতিরোধ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যদি তীব্র দুর্বলতা বা হিটস্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেয়, অবিলম্বে ডাক্তারের শরণাপন্ন হোন।

হাঁপানির কষ্ট থেকে মুক্তি কীভাবে? কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই স্বস্তি

হাঁপানি (অ্যাজমা) একটি দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসযন্ত্রের রোগ, যাতে শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে শ্বাসকষ্ট, কাশি ও বুকে চাপের অনুভূতি সৃষ্টি করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৩০ কোটি মানুষ হাঁপানিতে আক্রান্ত। শহুরে জীবনের পরিবেশদূষণ, ধুলাবালি ও অ্যালার্জির প্রভাবে হাঁপানির প্রকোপ বাড়ছে। তবে সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতার মাধ্যমে হাঁপানিকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।হাঁপানি (অ্যাজমা) একটি দীর্ঘমেয়াদী শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, যা সঠিক ব্যবস্থাপনা ছাড়াই জীবনকে কঠিন করে তুলতে পারে।

তবে কিছু নিয়ম মেনে চললে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করলে হাঁপানির কষ্ট থেকে মুক্তি বা নিয়ন্ত্রণ পাওয়া সম্ভব।

১. চিকিৎসকের পরামর্শ নিনইনহেলার (প্রিভেন্টার ও রিলিভার) সঠিক নিয়মে ব্যবহার করুন।নিয়মিত পালমোনোলজিস্ট (ফুসফুস বিশেষজ্ঞ)-এর পরামর্শ নিন।অ্যালার্জি টেস্ট করে জেনে নিন কোন জিনিসে অ্যাটাক ট্রিগার হয়।

২. ট্রিগার ফ্যাক্টর এড়িয়ে চলুনধুলোবালি, ধোঁয়া, সিগারেটের ধোঁয়া, পেটের লোম (প্রাণীর অ্যালার্জি) থেকে দূরে থাকুন। ঠান্ডা বাতাস, অতিরিক্ত পারফিউম বা কেমিক্যালের গন্ধ এড়িয়ে চলুন। মৌসুমি অ্যালার্জি (পরাগ রেণু, ফুলের রেণু) থাকলে মাস্ক ব্যবহার করুন।৩. ঘরোয়া প্রতিকার (প্রাকৃতিক উপায়)আদা-মধু চা: আদা অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি, যা শ্বাসনালী খুলতে সাহায্য করে।

গরম পানির ভাপ: ইউক্যালিপ্টাস বা পিপারমেন্ট অয়েল দিয়ে ইনহেলেশন নিন।হলুদ-দুধ: হলুদে থাকা কারকিউমিন শ্বাসনালীর প্রদাহ কমায়।

মধু ও কালোজিরা: রাতে ১ চামচ মধু + কালোজিরার তেল গরম পানিতে মিশিয়ে খান।

৪. শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম (ব্রিদিং এক্সারসাইজ)প্রাণায়াম (কপালভাটি, অনুলোম-বিলোম) নিয়মিত করুন।পার্সড লিপ ব্রিদিং (ধীরে শ্বাস নেওয়া ও ফেলা) শিখুন।৫. জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনুনধূমপান ও মদ্যপান বন্ধ করুন (এগুলো অ্যাজমা বাড়ায়)।

নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করুন (হাঁটা, সাঁতার, ইয়োগা)।ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন (অতিরিক্ত ওজন শ্বাসকষ্ট বাড়ায়)। মনে রাখুন হাঁপানি পুরোপুরি নিরাময়যোগ্য নয়, তবে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করবেন না। স্ট্রেস ও উদ্বেগ কমাতে মেডিটেশন করুন, কারণ মানসিক চাপও অ্যাজমা ট্রিগার করে। হাঁপানি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সচেতনতা ও নিয়মিত চেকআপ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করুন, যাতে জরুরি অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

প্রচুর উপকার, আপনার খাদ্য তালিকায় আছে তো পাকা পেঁপে?

পাকা পেঁপে ক্যান্সারের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পেঁপে রয়েছে একাধিক অ্যান্টি অক্সিডান্ট এবং ভিটামিন এ, ভিটামিন সি। সেই সঙ্গে পেঁপে কোলাজেন সংশ্লেষে সাহায্য করে। সকালে পেঁপে খেলে ত্বকের জন্য তা খুবই কার্যকর।

পাকা পেঁপে একটি পুষ্টিকর ফল, যা ভিটামিন, মিনারেল, এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। এটি হজমশক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়, এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পাকা পেঁপে ক্যান্সারের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পেঁপে রয়েছে একাধিক অ্যান্টি অক্সিডান্ট এবং ভিটামিন এ, ভিটামিন সি। সেই সঙ্গে পেঁপে কোলাজেন সংশ্লেষে সাহায্য করে। সকালে পেঁপে খেলে ত্বকের জন্য তা খুবই কার্যকর।

ত্বককে ভালো রাখার পাশাপাশি উজ্জ্বলতাও বৃদ্ধি করে পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। পাকা পেঁপেতে ফাইবার থাকার কারণে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমে। পাকা পেঁপেতে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

পাকা পেঁপেতে লাইকোপিন নামক একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। পাকা পেঁপেতে বিটা ক্যারোটিন থাকে, যা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। পাকা পেঁপেতে ফাইবার বেশি থাকে, যা পেট ভরা রাখে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে। খালি পেটে পাকা পেঁপে খেলে তা হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমায়।

দীর্ঘক্ষণ অফিসের কাজে পিঠে যন্ত্রণা? জানুন মুক্তির উপায়

অনেকেই রয়েছেন যারা দীর্ঘক্ষণ অফিসে বসে ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারে কাজ করেন।যে কারণে তাদের পিঠে প্রচন্ড যন্ত্রণা হয়। তবে পিঠে শুধুমাত্র কি বসার জন্য ব্যথা হয় নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে? যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে পিঠের সমস্যায় ভোগেন, তাহলে কিন্তু একদমই ভালো নয়। এতে আপনার বসতে অসুবিধা হবে। যদি আপনি দ্রুত পিঠের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে এই টিপসগুলি মানতে পারেন, জানেন কী কী করবেন?

কেন হয় এই সমস্যা।

অস্টিওপোরোসিস বিশেষত অস্টিওপোরোসিস রোগের কারণে হাড় অনেক সময় ক্ষয় হয়ে যায় কিংবা পাতলা হয়ে যায়, যে কারণে মেরুদন্ডে ছোট ছোট ফ্যাকচার হয়, যাকে কিন্তু বলা হয় অস্টিওপোরোসিস। আর এই ফ্যাকচার সত্যিই খুব বেদনাদায়। আর এই রোগের কারণেও কিন্তু অনেক সময়ে পিঠে খুব যন্ত্রণা হয়। পিঠের ব্যথার আরেকটি বড় কারণ হল আর্থ্রাইটিস কিংবা বাতের সমস্যা। আর এই কারণেই পিঠের নিচের অংশে, জয়েন্টে যখন প্রচন্ড যন্ত্রণা হয়। তখন বুঝবেন এটি স্টেনোসিসেও খারাপ হতে থাকে অর্থাৎ মেরুদন্ডের চারপাশের নানান সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আর এই কারণেই ব্যথা বাড়ছে। তাই আগেই সাবধান হোন আপনিও আবার স্কোলিওসিস হলেও কিন্তু পিঠে অস্বাভাবিক ব্যথা হয়। আবার অনেক সময়ে অনেকের মেরুদন্ড একদিক বেঁকে যায়, তাহলে কিন্তু এই সমস্যা হয়।

মধ্য বয়সে এটি হতে পারে : এই যন্ত্রণা খুব কষ্টকর। এই ব্যথা অনেকেই সহ্য করতে পারেন না।আপনি এই সমস্যা থেকে বের হতে চান, তাহলে আপনি কিন্তু থেরাপি করতে পারেন। আর আপনি পিঠে ব্যথা কমাতে আকুপাংচার, থেরাপি করতে পারেন। আবার আপনি আঙ্গুল, বুড়ো আঙ্গুল কনুই দিয়ে চাপ দিয়ে দিয়ে নিজেও থেরাপি করতে পারেন। এতে কিছুটা হলেও ভালো থাকবেন। তাছাড়া স্বাস্থ্যকর খাবার দাবার খাবেন। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার নিত্যদিন খেতে হবে, ব্যায়াম করবেন। নিত্যদিন সকালবেলা উঠে আপনি কিন্তু ব্যায়াম করতে পারেন, পিঠে কোনও ভারী জিনিস নেবেন না। এতে কিন্তু এই ব্যথা বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

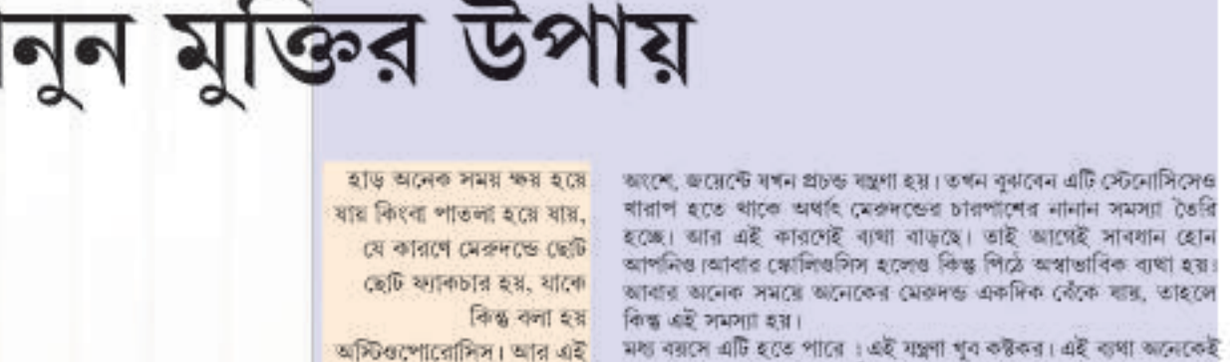

‘ভুলেও প্রত্যাঘাত নয়’, আমেরিকার সতর্কবার্তা পাকিস্তানকে

ওয়াশিংটন, ৭ মে – অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পাকিস্তানকে সতর্ক করল আমেরিকা। মঙ্গলবার মধ্যরাতে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি জায়গায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ভারত। এই হামলার বদলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। এই হামলায় ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ তুলে তিনি জানিয়েছেন, ‘সময়মতো এর যোগ্য জবাব দেবে পাকিস্তান।’ কিন্তু এই হুঁশিয়ারির পাল্টা পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে আমেরিকা। আমেরিকার তরফে বলা হয়েছে, ‘ভুলেও প্রত্যাঘাত নয়’। হামলা এবং পালটা হামলার জেরে পরিস্থিতি যাতে যুদ্ধের দিকে না গড়ায় সে কথা মাথায় রেখেই পাকিস্তানকে ফোনে সতর্ক করেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। হোয়াইট হাউসের একটি সরকারি সূত্রের দাবি, রুবিও স্পষ্ট জানিয়েছেন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে ভারতের।

হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, ভারতের হামলা ও পাকিস্তানের পালটা জবাবের হুঁশিয়ারির পর পাকিস্তানের নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। পাকিস্তানকে স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে ভারতের। এই হামলার পালটা কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিয়ে পাকিস্তানকে সংযত থাকার আবেদন জানিয়েছেন মার্কিন বিদেশসচিব।

এদিকে পাকিস্তানে ভারতের সামরিক হামলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন, ‘এটা লজ্জাজনক। আমার মনে হয় অতীতের কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ জানত যে কিছু ঘটতে চলেছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছে। তারা অনেক, বহু দশক এবং শতাব্দী ধরে লড়াই করে আসছে। আমি আশা করি এটি খুব দ্রুত শেষ হবে।’

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানে বসবাসকারী আমেরিকার নাগরিকদের সংঘাতপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আমেরিকা। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদীদের ডেরা লক্ষ্য করে ভারত অপারেশন সিন্দুর শুরু করার পর এই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। এই সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, ‘আমরা পাকিস্তানে ভারতের সামরিক হামলার খবর সম্পর্কে অবগত। আমরা ঘটনাবলী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।’ সন্ত্রাসবাদ এবং সশস্ত্র সংঘাতের সম্ভাবনার কারণে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত এবং নিয়ন্ত্রণ রেখার আশেপাশের এলাকাগুলিতে ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘আমরা জানি যে আকাশসীমা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক বিমান বাতিল করা হয়েছে। মার্কিন নাগরিকদের পরামর্শ বাতায় বলা হয়েছে, ‘নিরাপদে সক্রিয় সংঘাতপূর্ণ এলাকা ছেড়ে চলে যান, অথবা সেখানে আশ্রয় নিন। মার্কিন দূতাবাস আমাদের বাসী ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজন অনুসারে আপডেট পাঠাবে।’

পহেলগামে জঙ্গি হামলার বদলার হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিল ভারত। হামলার ঠিক ১৫ দিনের মাথায় মঙ্গলবার মধ্য রাতে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় লস্কর ই তৈবা-সহ অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের হেডকোয়ার্টার। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সিঁদুর। এই হামলার কথা স্বীকার করে নিয়েছে পাকিস্তান। তাঁদের দাবি, হামলার জেরে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও অসমর্থিত সূত্রে খবর, বহু জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে এই হামলায়। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। ভারতের হামলার পরই পালটা জবাবে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিবৃতি দেয় পাকিস্তান।

পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডেলে মার্কো রুবিও লেখেন, ‘গোটা পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছে হোয়াইট হাউস। দুই পরমাণু শক্তিধর দেশের মধ্যে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজতে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব।’

‘অপারেশন সিঁদুর’ এর পর বাতিল অনেক ফ্লাইট, ঘোরানো হল উড়ান

পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে বিমান হামলা চালিয়েছে ভারত।একই সঙ্গে ৯টি লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করা হয়েছে। বুধবার সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী “অপারেশন সিঁদুর” শুরু করেছে। যার অধীনে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের নয়টি স্থানে আক্রমণ করা হয়েছিল। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, কোনও পাকিস্তানি সামরিক স্থাপনা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়নি। বরং জঙ্গি ঘাঁটিগুলোতে অভিযান চালানো হয়েছে, এবং সেগুলি ধ্বংস করা হয়েছে। বুধবার ভারতীয় সেনাবাহিনী অপারেশন সিঁদুর-এর আওতায় পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) নয়টি সন্ত্রাসী লঞ্চ প্যাডে নির্ভুল হামলা চালিয়েছে। এর পর, দেশের বেশ কয়েকটি স্থান থেকে ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্বিত করা হয়। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, এয়ার ইন্ডিয়া ৭ মে দুপুর পর্যন্ত জম্মু, শ্রীনগর, লেহ, যোধপুর, অমৃতসর, ভুজ, জামনগর, চণ্ডীগড় এবং রাজকোট থেকে আসা এবং আসা সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে যে আরও তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে আপডেট দেওয়া হবে। এয়ার ইন্ডিয়া আরও জানিয়েছে যে, অমৃতসরগামী দুটি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট দিল্লিতে ডাইভার্ট করা হয়েছে। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স আরও জানিয়েছে যে বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, শ্রীনগর, জম্মু, অমৃতসর, লেহ, চণ্ডীগড়, ধর্মশালা, বিকানের এবং যোধপুর থেকে আজকের জন্য ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে তাদের ফ্লাইটের অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, “অপারেশন সিঁদুর” প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ‘আমরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য গর্বিত। পহেলগাঁওয়ে আমাদের নিরীহ ভাইদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়া হলো অপারেশন সিঁদুর। ভারত এবং এর জনগণের উপর যেকোনো আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দিতে মোদী সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারত সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

সুখবর! পাকিস্তানে জঙ্গি শিবিরে বিমান হামলার মধ্যে শেয়ার বাড়ল পেটিএম-এর

আকাশচুম্বী হল দেশের বৃহত্তম ডিজিটাল পেমেন্ট কোম্পানি Paytm- এর শেয়ারের দাম। বাজারের অস্থিরতার মধ্যে, Paytm-এর মূল কোম্পানি One97 Communications-এর শেয়ারের দাম ৯ শতাংশেরও বেশি বেড়েছে। বিএসইতে লেনদেনের সময় কোম্পানির শেয়ারের দাম ৯ শতাংশেরও বেশি বেড়ে ৮৯২.৬০ টাকায় পৌঁছেছে। মঙ্গলবার কোম্পানিটি ২০২৫ সালের মার্চ মাসে শেষ হওয়া প্রান্তিকের ফলাফল প্রকাশ করেছে। চতুর্থ প্রান্তিকে কোম্পানির লোকসান কমেছে। তবে, কিছু নির্দিষ্ট ব্যয়

কোম্পানির লাভের উপর প্রভাব ফেলেছে।One97 কমিউনিকেশনস জানিয়েছে, Q4FY25 তে তাদের 540 কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। গত বছরের একই প্রান্তিকে এই ক্ষতির পরিমাণ ছিল ৫৫০ কোটি টাকা। সেই অনুযায়ী, ক্ষতি কিছুটা কমেছে এবার। কিন্তু আগের প্রান্তিকের (Q3FY25) সঙ্গে তুলনা করলে, লোকসান বেড়েছে। গত প্রান্তিকে কোম্পানিটির ২০৮ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। এই ত্রৈমাসিকের ফলাফলের মধ্যে ৫২২ কোটি টাকার বিশেষ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৪৯২ কোটি টাকা কর্মচারীদের দেওয়া ESOP থেকে। এছাড়াও, ৩০ কোটি টাকার অন্যান্য ক্ষতি হয়েছে। যদি এই খরচগুলি বাদ দেওয়া হয় তাহলে কোম্পানির ক্ষতি হবে মাত্র ২৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ কোম্পানিটি লাভের কাছাকাছি রয়েছে এখন মার্চ প্রান্তিকে কোম্পানির আয় দাঁড়িয়েছে ১,৯১২ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ১৬ শতাংশ কম। গত বছরের একই প্রান্তিকে ২,২৬৭ কোটি টাকা আয় করেছিল কোম্পানিটি। কিন্তু যদি আগের ত্রৈমাসিকের (Q3FY25) সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে আয় প্রায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত প্রান্তিকে কোম্পানিটি ১,৮২৮ কোটি টাকা আয় করেছে। কোম্পানির পরিচালন আয় দাঁড়িয়েছে ১,৯১১ কোটি টাকা, যা আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫ শতাংশ বেশি মঙ্গলবার, BSE তে One97 কমিউনিকেশনের শেয়ারের দাম ৫.৯ শতাংশ কমে ৮১৫.৩০ টাকায় বন্ধ হয়েছে । বাজার বন্ধ হওয়ার পর কোম্পানির ফলাফল প্রকাশিত হয়। Paytm শেয়ারের ইস্যু মূল্য ছিল ২১৫০ টাকা কিন্তু তা কখনই এর কাছাকাছি পৌঁছায়নি। ৫২ সপ্তাহের সর্বোচ্চ মূল্য ১,০৬৩ টাকা এবং সর্বনিম্ন মূল্য ৩১০ টাকা।

পাকিস্তানে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হানায় চিন্তিত ড্রাগনের দেশের

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা নিয়ে এবার বিবৃতি দিল চিন। পাকিস্তানের উপর বাতিয়ের “অপারেশন সিঁদুর” সম্পর্কে চিনের বিবৃতিতে অধীনে সন্ত্রাসীদের আস্তানা লক্ষ্য করে এই কাজ করা হয়েছে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতের সামরিক অভিযানের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে চীন। ভারতের এই অপরেশনকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করেছে। চিন জানিয়েছে, “ভারত ও পাকিস্তানে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তা দেখে আমরা বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তিত।”

উভয় পক্ষকে সংলাপের পথ অবলম্বন করার আহ্বান জানিয়েছে চিন।চিনের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তান সর্বদা একে অপরের প্রতিবেশী এবং থাকবে। চিন আরোও উল্লেখ করেছে, তারা সকল ধরণের সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করে। ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে ড্রাগনের দেশ। চিন বলেছে, উভয় দেশেরই সংযম প্রদর্শন করা উচিত এবং পরিস্থিতি আরও খারাপ করতে পারে এমন পদক্ষেপ নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।অপারেশন সিঁদুরের পর উদ্ভূত উত্তেজনায় পাকিস্তান তুরস্কের কাছ থেকেও সমর্থন পেয়েছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করেছেন এবং পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন এবং নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন।ভারতীয় সেনাবাহিনী পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাঞ্জাবে সন্ত্রাসীদের আস্তানায়

বিমান হামলা চালিয়েছে। এই অভিযানে ৯টি লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করা হয়েছে। এই ঘাঁটিগুলির মধ্যে রয়েছে বাহাওয়ালপুরের মারকাজ সুবহানাল্লাহ, মুরিদকে মারকাজ তৈয়বা, সরজাল/তেহরা কালান, শিয়ালকোটে মাহমুনা জোয়া সুবিধা, ভিম্বারে মারকাজ আহলে হাদিস, কোটলিতে মারকাজ আব্বাস, মারকাজ রাহিল শহীদ, মুজাফফরাবাদের শাওয়াই নালা কাইম এবং পাকিস্তানের মারকাজ সৈয়দনা।অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তান চীন ও তুরস্কের সমর্থন পেয়েছে, অন্যদিকে ইসরায়েল ভারতকে সমর্থন করেছে। ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূত রিউভেন আজার বলেছেন, ইসরায়েল ভারতের আত্মরক্ষার অধিকারকে সমর্থন করে। সন্ত্রাসীদের অবশ্যই জানা উচিত যে নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ করার পর তাদের লুকানোর কোনও জায়গা নেই। তাদের একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার।অপারেশন সিঁদুর সম্পর্কে আমেরিকা থেকেও একটি বিবৃতি এসেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, তিনি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। রুবিও আশা প্রকাশ করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই উত্তেজনা শীঘ্রই শেষ হবে। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের নেতৃত্বের সঙ্গেই আলোচনা অব্যাহত থাকবে।

ভারতের প্রত্যাঘাতে গুঁড়িয়ে গেল কসাভের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খতম মাসুদের আত্মীয়-ঘনিষ্ঠরা

ফের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। ফের পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রত্যাঘাত ভারতীয় সেনার। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ২৬/১১-র বদলা। ‘অপারেশন সিঁদুর’ যে নয়টি পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে মুম্বই হামলার অন্যতম চক্রী আজমল কসাভ এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও। লাহোর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার উত্তরে মুরিদকে এলাকায় লস্কর-ই-তৈবার এই জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি গতকালের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই জঙ্গি ঘাঁটিতেই মুম্বই হামলার আগে আজমল কসাভ ও তার সঙ্গী ডেভিড হেডলিকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল লস্করের শীর্ষ জঙ্গি নেতারা। অন্যদিকে, ভারতীয় হামলায় তাঁর পরিবারের ১০ সদস্য নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন জয়েশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহার।এক বিবৃতে মাসুদ জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন মাসুদের বোন ও তার স্বামী এবং মারা গিয়েছেন মাসুদের ভাগ্নে ও তার স্ত্রী এবং এক ভাগ্নী। ভারতীয় সেনার অপারেশনে মাসুদের চার ঘনিষ্ঠও মারা গেছে বলেও জানা গেছে।গতকাল রাত ১ টা থেকে দেড়টার মধ্যে পাক সীমান্ত থেকে পাকিস্তানের ১০০ কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে এই অপরেশন চালায় ভারতীয় যুদ্ধবিমানগুলি বলে সেনার তরফে জানানো হয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ৯ জায়গায় জঙ্গিঘাঁটিগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে যা গত তিন দশক ধরে ওই এলাকায় তৈরি করেছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা বলে জানিয়েছে ভারতীয় সেনা। উল্লেখযোগ্য জঙ্গি ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে যখন ভারতীয় সেনা আক্রমণ চালায় তখন তার প্রতিরোধে পাল্টা ভারতীয় সেনার ওপর হামলা চালায় পাক সেনারা। এমনকি লস্কর জঙ্গিদের দেখতে আজ লস্করের ঘাঁটিতে গিয়েছেন পাক সেনাপ্রধান বলেও খবর। অর্থাৎ জঙ্গি হামলার ঘটনার পর পাক সেনার যুগ নিয়ে যে দাবি উঠেছিল তা যে সত্য তা প্রমাণিত হয়েছে বলে দাবি ভারতীয় সেনার।

কাশ্মীরে হামলা পাক সেনার, গুলিতে হত অন্তত ১০ গ্রামবাসী

২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয় ২৬ জনের। তারপরই একাধিক বৈঠক হয় দিল্লিতে। প্রত্যাঘাত চেয়েছিল দেশবাসী। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দু-তিনদিন আগেই আশ্বাস দেন, দেশবাসী যা চাইছে, তাই হবে। তিনসেনাকে পহেলগামের ঘটনার বদলা নিতে যেকোনও রকম অভিযানের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ঘটনার ১৫ দিনের মাথায় সেই হামলার বদলা নিল ভারত। পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে সার্জিকাল স্ট্রাইক চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল জইশের হেডকোয়ার্টার ও মাদ্রাসা। ‘অপারেশন সিঁদুর’-এ ক্ষতবিক্ষত পাক প্রদেশ। পহেলগামের শান্তি দিয়ে জঙ্গিদের কোমর ভাঙার পাল্টা দিতে নিরীহ মানুষকে মারল পাক সেনা। কাশ্মীরে নিরপরাধ, নিরস্ত্র গ্রামবাসীদের ওপর আক্রমণ চলল বুধবার ভোর রাতে। ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পহেলগামে নৃশংস হামলার পরও পাকিস্তান থেমে থাকেনি। লাগাতার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গুলি চালিয়েছে।

ভারতের হামলায় শেষ বাহাওয়ালপুর থেকে কোটলির ৯ পাক জঙ্গি ঘাঁটি

দিল্লি, ৭ মে— পহেলগাম কাণ্ডের জবাব দিতে বুধবার ভোররাতে পাকিস্তান ও পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ‘অপারেশন সিঁদুর’ স্ট্রাইক চালালো ভারত। ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌসেনা ও বায়ুসেনার ত্রিস্তরীয় সামরিক অভিযানে একযোগে ৯টি কুখ্যাত জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে নিধন করা হয় জঙ্গিদের। এই ৯ ঘাঁটি অতীতে একাধিক বড়সড় সন্ত্রাসবাদী হামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে প্রমাণ ছিল ভারতের কাছে। বুধবার রাত ১টা ৪৪ মিনিটে শুরু হয় এই যৌথ সামরিক অভিযান। দূরপাল্লার স্ট্যান্ড-অফ অস্ত্র ব্যবহারে একযোগে হামলা চালানো হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মধ্যে এই প্রথম এমন একত্র অভিযানের ঘটনা ঘটল ১৯৭১ সালের যুদ্ধের পর।এপ্রিল মাসের ২২ তারিখ জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটকদের উপর চালানো বর্বর হামলার প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার শাখা সংগঠন যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর জবাব হিসেবে লস্কর সংগঠন ও তার সহযোগী গোষ্ঠীগুলোর লজিস্টিক, প্রশিক্ষণ ও কমান্ড অবকাঠামোকে ধ্বংসে করে দেওয়াই ছিল অপারেশন সিঁদুরের প্রধান উদ্দেশ্য।

সেই উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংসে করতে বাহাওয়ালপুর, মুরিদকে, কোটলি, গুলপুর, সাওয়াই, সারজাল, বারনালা, মেহমুনা, মুজাও ফফরাবাদে হামলা চালায় ভারত। এই নয় জঙ্গি ঘাঁটি ব্যবহার করেই একাধিক সন্ত্রাসী পরিকল্পনা ও অনুপ্রবেশ চেষ্টা করা হয় বলে প্রমাণ ছিল ভারতের হাতে। জানা গিয়েছে, এই ৯ ঘাঁটির প্রত্যেকটি কোনও না কোন জঙ্গি ঘাঁটির মূল কেন্দ্র বা সদর দপ্তর। যেমন—

১. বাহাওয়ালপুর: পাকিস্তানের দক্ষিণ পাঞ্জাবে অবস্থিত বাহাওয়ালপুর জইশ-ই-মহম্মদের সদর দরপত্র হিসাবে পরিচিত । মাসুদ আজহারের নেতৃত্বাধীন এই জঙ্গিগোষ্ঠী ২০০১ সালের সংসদ হামলা, ২০১৯ সালের পুলওয়ামা আত্মঘাতী হামলার মতো বহু ভয়াবহ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।

২. মুরিদকে: লাহোর থেকে প্রায় ৪০ কিমি উত্তরে অবস্থিত মুরিদকে হল লস্কর-ই-তৈবার ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র। ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার জঙ্গিরাও এখানেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। ২০০ একরেরও বেশি এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই ঘাঁটিতে রয়েছে প্রশিক্ষণ এলাকা, মসজিদোলাই ও ধর্মীয় কট্টরবাদ প্রচারের কেন্দ্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংরক্ষণ ব্যবস্থা।

৩. কোটলি: কোটলির নাম বহুবার উঠে এসেছে ভারতের গোয়েন্দা রিপোর্টে । এখানে প্রতি সময়ে ৫০ জনের বেশি জঙ্গিকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকাঠামো রয়েছে। আত্মঘাতী জঙ্গি তৈরিতে এই ঘাঁটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দাবি।

৪. গুলপুর: গুলপুরকে রাজৌরি ও পুঞ্চে হামলার লঞ্চপ্যাড হিসেবে ব্যবহার করেছে জঙ্গিরা। ২০২৩ ও ২০২৪ সালে গুলপুর অঞ্চলকে একাধিকবার সীমান্ত পেরিয়ে রাজৌরি ও পুঞ্চে সন্ত্রাসী হামলার প্রস্তুতিস্থল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখান থেকেই জঙ্গিরা ভারতের অভ্যন্তরে ঢুকে হামলা চালায়।

৫. সাওয়াই: উত্তর কাশ্মীরের সোনমার্গ, গুলমার্গ ও পাহালগামের একাধিক হামলার যোগসূত্র পাওয়া গেছে সাওয়াই ক্যাম্পের সঙ্গে।৬. সারজাল: সারজাল আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখার কাছাকাছি হওয়ায় বহুদিন ধরেই অনুপ্রবেশের মূল পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ভারতের তরফে বহুবার এই অঞ্চলগুলোর দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

৭. বারনালা: বারনালাও আন্তর্জাতিক সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণরেখার খুবই কাছাকাছি। ফলে এখান দিয়েও অনুপ্রবেশ হয়েছে অনেক দিন ধরে। আগা থেকেই ভারতের নজরে ছিল বারনালা।

৮. মেহমুনা, শিয়ালকোট: শিয়ালকোটের কাছাকাছি অবস্থিত মেহমুনা ক্যাম্প হিজবুল মুজাহিদিনের পুরনো ঘাঁটি। সংগঠনটির প্রভাব কমে এলেও ভারতীয় গোয়েন্দারা মনে করছেন, এখান থেকে এখনও অনুপ্রবেশ ও প্রশিক্ষণের কাজ চলছে স্থানীয় সমর্থনের উপর ভর করে।

৯. মুজাফফরাবাদ: লস্কর ও জইশের ক্যাম্পমুজাফফরাবাদের শাওয়াই নালা ক্যাম্পে ছিল লস্কর-ই-তইবার তৎপরতা এবং সৈয়দনা বিলাল ক্যাম্পে জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটি।

এই ৯ স্থানে ভারতের সৈন্য অভিযানের পরপরই ভারত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ শুরু করে। ভারতের শীর্ষ কর্তারা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রতিনিধিদের ব্রিফ করেন। অভিযানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এবং এর প্রতিক্রিয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

‘পিকচার আভি বাকি হ্যায়’, কিসের ইঙ্গিত দিলেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান

সিঁদুরের বদলা সিঁদুরেই নিল ভারত।পহেলগাঁওতে ২৬ জন নিরাপরাধ হিন্দুকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি জঙ্গিরা। সেই সকল বেঘোরে প্রাণ দেওয়া নিরপরাধ ব্যক্তিদের বিধবা স্ত্রী-দের সিঁদুরের বদলা কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিল ভারত, ‘অপারেশন সিঁদুরে’র মাধ্যমে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গিদের ঘাঁটি একেবারে ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছে ভারতের সেনাবাহিনী। জইশ-ই মহম্মদ জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রধান মাসুদ আজহারের পরিবারের ১০ জনকে খতম করা হয়েছে। নাহ, এখানেই শেষ নয়। এবার আরও বড় কিছু পদক্ষেপ নিতে চলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী? তেমনই ইঙ্গিত দিলেন প্রাক্তন সেনা প্রধান মনোজ নারাভানে। তিনি লিখলেন, “পিকচার আভি বাকি হ্যায়”। ২২ এপ্রিল জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে পাকিস্তানি আতঙ্কবাদীরা জঙ্গি হামলা চালিয়েছিল। রীতিমতো বেছে বেছে হিন্দুদের গুলি করে মেরে ফেলা হয়েছিল নির্মমভাবে। ২৬ জন পর্যটকের হত্যার বদলা নেওয়ার জন্য একটা একটা করে দিন অপেক্ষা করে অবশেষে ১৫ দিনের মাথায় সেই বদলা নিল ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সহ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা বলেই দিয়েছিলেন যে বদলা নেওয়া হবে। ২৬ জন পর্যটকের মৃত্যুর বদলা নিল ভারত ।অপারেশন সিঁদুরে’র মাধ্যমে পাকিস্তানের ওপর প্রত্যাঘাত করল ভারত। ৯ টি জায়গায় জঙ্গি ঘাঁটি একেবারে গুড়িয়ে শেষ দেওয়া হল। ভারতের এই প্রত্যাঘাতে গর্বিত দেশবাসী। তবে অন্য ইঙ্গিত দিলেন প্রাক্তন সেনা প্রধান মনোজ নারাভানে। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখলেন, “পিকচার আভি বাকি হ্যায়”। এরপর থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে জল্পনা। তাহলে কি পাকিস্তানের উপরে আরো কোন আঘাত হানার পরিকল্পনা রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর?প্রাক্তন সেনাকর্তার এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে অনেকে বলেন, এই হামলার পর পাকিস্তান হয়তো হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না। তারা যদি পাল্টা হামলা চালায়, তাহলে পাল্টা জবাব দেবে ভারতও। সেই জন্য এহেন মন্তব্য করেছেন প্রাক্তন সেনা প্রধান। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ক্যাবিনেট বৈঠক করে ফেলেছেন। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী, প্রধান এবং মুখ্য সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের।

ভারতীয় দল ঘোষণা সঙ্গে সুনীল, চমক সুহেলের অন্তর্ভুক্তি

এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ ফাইনাল রাউন্ডের বাছাইপর্বের ও থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচের দল ঘোষণা করলেন ব্লু টাইগার্সের প্রধান কোচ মানোলো মার্কেস । বুধবার ঘোষিত ২৮ সদস্যের এই দলে চমক বলতে মোহনবাগান এসজির স্ট্রাইকার সুহেল ভাটের অন্তর্ভুক্তি। কাশ্মীরের এই তরুণ ফুটবলার এবার সুপার কাপে নজর কাড়ার ফল পেলেন। দলে রয়েছেন ৪০ বছরের সুনীল ছেত্রীও । ১৮ মে কলকাতায় মার্কেসের অধীনে অনুশীলন শুরু করবেন সুনীল, শুভাশিসরা।

এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ ফাইনাল রাউন্ডের বাছাইপর্বে ভারত রয়েছে গ্রুপ সি-তে। এই গ্রুপের বাকি দলগুলি হল বাংলাদেশ, হংকং, চিন এবং সিঙ্গাপুর। বাছাইপর্বের ম্যাচগুলি হোম-অ্যান্ড-অ্যাওয়ে রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে হবে।

এদিকে একদিন আগেই জানা গিয়েছিল, ভারতীয় ফুটবল টিমের পুরোপুরি দায়িত্ব নেওয়ার আগেই পদত্যাগের কথা ভাবছেন জাতীয় দলের হেডস্যার মানোলো মার্কেস। ১ জুন থেকে ভারতীয় টিমের পুরোপুরি দায়িত্ব নেওয়ার কথা ৪৬ বছর বয়সি স্প্যানিশ কোচ মানোলোর। গত বছর জুলাইয়ে তিনি ভারতের কোচের দায়িত্ব নিলেও সেটা পুরোপুরিভাবে নেননি। কারণ সেই সময় তাঁর সঙ্গে এফসি যোয়ার চুক্তি ছিল। ফলে তিনি দুটো দায়িত্বই সমানভাবে সামলেছিলেন। মানোলোর অধীনে ৬ ম্যাচ খেলে ভারত জিতেছে মাত্র একটিতে১, হেরেছে ১ ও ড্র ৪। ৫ গোল দিয়ে খেয়েছে ৫ গোল। আর এই পরিস্থিতির মধ্যেই মানোলো আজ ২৮ সদস্যের দল ঘোষণা করলেন।

ভারতীয় দল:

গোলরক্ষক: ঋত্বিক তিওয়ারি, বিশাল কাইথ, গুরমিত সিং চাহাল, অমরিন্দর সিং।

ডিফেন্ডার: নওরেম রোশন সিং, রাহুল ভেকে, কনশাম চিংলেনসানা সিং, আনোয়ার আলি, গাংজাম বরিস সিং, সন্দেশ ঝিংগান, আশিস রাই, শুভাশিস বোস, মেহতাব সিং, টেকচাম অভিষেক সিং, নিখিল প্রভু।

মিডফিল্ডার: সুরেশ সিং ওয়াংজাম, নওরেম মহেশ সিং, আয়ুষ দেব ছেত্রী, উদন্ত সিং কুমাম, লালেমোওইয়া রালতে, লিস্টন কোলাসো, আশিক কুরুনিয়ান, ব্রাণ্ডন ফার্নান্ডেস।

ফরোয়ার্ড: সুনীল ছেত্রী, ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং, সুহেল আহমেদ ভট, লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে।

বন্ধ হতে চলেছে সুপার কাপ!

২০১৮ সাল থেকে শুরু হয়েছিল সুপার কাপ। অথচ সাত বছর গড়াতে না গড়াতেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই টুর্নামেন্ট। জানা গিয়েছে, সুপার কাপের জায়গায় ফেরানো হতে পারে ফেডারেশন কাপ। ১৯৭৭ সালে শুরু হওয়া বার্ষিক এই নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা ২০১৭ সালে বন্ধ করে এআইএফএফ শুরু করেছিল সুপার কাপ। ফেড কাপ ফিরলে ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে ব্যাপক বদল হওয়ার সম্ভাবনা।

সেভাবে জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়নি এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে। সেই কারণেই সুপার কাপ বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে এবছর দর্শক টানতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে সুপার কাপ। এমনকী টুর্নামেন্টের এমনই দুরবস্থা যে, সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন দল পায় মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা। ফলস্বরূপ এই টুর্নামেন্ট অনেকটাই আকর্ষণ হারিয়েছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

এবছর সুপার কাপের জনপ্রিয়তায় ভাটির কারণ হিসেবে উঠে এসেছে আরও দু'টো কারণ। প্রথমত, আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার কাপে তাদের প্রথম দল নামায়নি। মাত্র একজন বিদেশিকে সবুজ-মেরুন বাহিনী মাঠে নামিয়েছিল। দ্বিতীয় সারির দল নিয়েই কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে দিয়েছিলেন বাস্তব রায়ের ছেলেরা। তবে, সেমিফাইনালে এফসি গোয়ার কাছে হার স্বীকার করে মোহনবাগান।

অন্যদিকে, চার্চিল ব্রাদার্স সুপার কাপ থেকে দল তুলে নিয়েছিল। আসলে সুপার কাপ যখন শুরু হয়, সেই সময় অনেক ফুটবলারই জাতীয় শিবিরে চলে গিয়েছিলেন। তাই নিজেদের দলের জাতীয় ফুটবলারের সার্ভিস অনেক দলই পায়নি। প্রতিবাদস্বরূপ দল তুলে নেয় চার্চিল। এহেন পরিস্থিতিতে ফেডারেশন কাপ ফিরিয়ে আনা হতে পারে বলে খবর। আর তা যদি হয়, ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে বড়সড় বদল ঘটতে চলেছে। সেক্ষেত্রে মরশুম শুরু হবে ফেড কাপ দিয়ে। আর ডুরান্ড কাপকে পাঠিয়ে দেওয়া মরশুম শেষে।

মাঠেই প্রয়াত পাকিস্তানের তরুণ ক্রিকেটার

দুই দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই পাক ক্রিকেটে দুঃখজনক ঘটনা। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আচমকা মাঠেই প্রয়াত পাকিস্তানের তরুণ বোলার। বল করতে গিয়ে হঠাৎই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েন। চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি।

বাম্পুতে পিসিবি চ্যালেঞ্জ লিগের ম্যাচে নেমেছিলেন আলিম খান। পাক ক্রিকেটের অন্যতম নতুন তারকা হিসেবে ধরা হচ্ছিল তাঁকে।

২২ বছর বয়সি ক্রিকেটার মূলত ফাস্ট বোলার ছিলেন। সেই সঙ্গে লোয়ার অর্ডারে ব্যাটিংও করতে পারতেন। পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটের নিম্ন পর্যায়ের টি-টোয়েন্টি সাতটি উইকেট তুলে প্রচারের আলোয় এসেছিলেন। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটের উচ্চ পর্যায়ে আর তাঁর ওঠা হল না।

জানা যাচ্ছে, বল করার জন্য রান-আপ নিয়েছিলেন আলিম। আচমকা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েন। আম্পায়ার ইনামউল্লাহ খানের তদারকিতে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। খানিক পরে আলিমকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়। তবে ডাক্তাররা চেষ্টা করেও আলিমকে বাঁচাতে পারেননি। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বলে ঘোষণা করা হয়।

আলিমের প্রয়াণে শোকাহত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রধান আবদুল্লাহ খুররাম নিয়াজি আলিমের পরিবারের জন্য সমবেদনা জানিয়েছেন। তবে আলিমের মৃত্যুতে পাকিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটের পরিকাঠামো নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। কেন মাঠেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হল না? প্রশ্ন উঠছে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদৌ পরিষেবা ঠিকভাবে পৌঁছচ্ছে তো? তাছাড়া প্লেয়ারদের নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা করা হয় না বলেও কথা উঠছে।

শাস্তির খাঁড়া এড়াতে পারল না হার্দিক-সহ গোটা মুম্বই টিম

মঙ্গলবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জয়রথ থামিয়ে দিয়েছে গুজরাত টাইটান্স । ঘরের মাঠে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডিএলএস (DLS) মেথডে তিন উইকেটে হেরে গিয়েছে মুম্বই। শেষ বলের এই রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হেরে গিয়ে পয়েন্ট টেবিলের চতুর্থ স্থানে নেমে গিয়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়ারা। পাশাপাশি এই ম্যাচের পর শাস্তির খাঁড়াও নেমে এসেছে এমআই অধিনায়ক পাণ্ডিয়া ও তাঁর দলের উপর।

স্লো ওভার রেটের জন্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং পুরো এমআই দলকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হয়েছে। তবে শাস্তি এড়াতে পারেনি গুজরাত টাইটান্সও। তাদের কোচ আশিস নেহরার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছে বিসিসিআই ।

নেহরাকে জরিমানা করা হয়েছে অ-খেলোয়াড়োচিত আচরণের জন্য। পাশাপাশি জাতীয় দলের প্রাক্তন এই পেসারকে তাঁর আচরণের জন্য ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে।

আইপিএল কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, "আইপিএল আচরণবিধি অনুসারে এটি ছিল মুম্বইয়ের দ্বিতীয় স্লো ওভার-রেট অপরাধ। হার্দিককে ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে,

অন্যদিকে মুম্বই দলের বাকি সদস্যদের ৬ লক্ষ টাকা অথবা তাদের ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ, যেটি কম, জরিমানা করা হয়েছে।"

যদিও বিবৃতিতে আশিস নেহরার ভুলের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে ম্যাচে বারবার বৃষ্টির কারণে যখন বাধা পড়ছিল, তখন গুজরাত কোচকে মেজাজ হারাতে দেখা গিয়েছে। ক্ষুব্ধ আশিস মাঠের আম্পায়ারদের সঙ্গেও বারবার কথা বলছিলেন। আইপিএল কর্তৃপক্ষের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আইপিএল আচরণবিধি লঙ্ঘনের জন্য গুজরাত টাইটান্সের প্রধান কোচ আশিস নেহরাকে তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে এবং একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি লেভেল ১ অপরাধ করেছেন যা খেলার চেতনার বিপরীত আচরণের সঙ্গে সম্পর্কিত।"

ম্যাচ জিতেও বোর্ডের থেকে শাস্তি পেলেন গুজরাতের কোচ

এমনিতে তিনি ঠান্ডা মাথার কোচ বলেই পরিচিত। তবে কিছু কিছু সময় মাথা গরমও হয়। মঙ্গলবার ছিল সে রকমই একটা দিন। মাথা গরম করে শাস্তি পেলেন গুজরাতের কোচ আশিস নেহরা। তাঁর ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ জরিমানা করে বিসিসিআই।

বোর্ড জানিয়েছে, নেহরা শৃঙ্খলাবিধির ২.২০ ধারা ভেঙেছেন, যা ক্রিকেটের স্বার্থের বিরোধী। সে কারণেই তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি শাস্তি মেনে নিয়েছেন। একটি ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়েছে নেহরাকে।

বোর্ডের তরফে ব্যাখ্যা না দেওয়া হলেও মনে করা হচ্ছে, আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক করার কারণেই শাস্তি পেয়েছেন তিনি। বৃষ্টির কারণে বার বার ম্যাচ থামায় তিনি এমনিতেই বিরক্ত ছিলেন। তা আরও বাড়ে আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তে।

দ্বিতীয় বার বৃষ্টি নামার পর থেমে গেলেও ম্যাচ শুরু হওয়ার সময় ক্রমশ পিছোতে থাকে। রাত ১২.০৯-এ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও সেটি পিছিয়ে রাত ১২.২৫ করা হয়। শেষমেশ শুরু হয় ১২.৩০-এ। বৃষ্টি না পড়লেও কেন ম্যাচ শুরু করা হচ্ছে না তা নিয়ে আম্পায়ারদের সঙ্গে তর্ক করেন নেহরা।

গুজরাত রান তাড়ার সময় শুরুর দিকেই ঝিরঝির বৃষ্টি পড়তে থাকে। তবু আম্পায়ারেরা খেলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অধিনায়ক শুভমন গিল গিয়ে প্রতিবাদ করলেও লাভ হয়নি। পাওয়ার প্লে হওয়ার পরেই খেলা বন্ধ করেন আম্পায়ারেরা।

অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব আইপিএলে

পহেলগাম হামলার প্রত্যাঘাত হানল ভারত। পাকিস্তানের একাধিক এলাকা ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে আক্রমণের জেরে বিপাকে পড়শি মুলুক। ধূলিস্যাৎ ন'টি জঙ্গি ঘাঁটি। অন্তত ৯০০ জঙ্গিকে খতম করে বদলা নিয়েছে ভারত।

এই অপারেশন সিঁদুরের প্রভাব পড়েছে দেশের বিমান পরিষেবায়। আগাম হামলার কথা মাথায় রেখে পাকিস্তান সীমান্ত-লাগোয়া জম্মু, শ্রীনগর, লে, যোধপুর, অমৃতসর, ভুজ, জামনগর, চণ্ডীগড় ও রাজকোটের একাধিক বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্তমতে, এই সমস্ত এয়ারপোর্টে আগামী ১০ তারিখ বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কোনও বিমান ওঠানামা করবে না।

এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিমান সংস্থা তাদের উড়ান বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার জেরে বিপাকে পাঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস, মুম্বই ইন্ডিয়ানসের মতো একাধিক দল। ধর্মশালায় আগামিকাল পাঞ্জাব ও দিল্লি মুখোমুখি হবে। সামনের সপ্তাহের গোড়ায় ম্যাচ খেলতে মুম্বইয়ের পৌঁছনোর কথা। এগুলি নির্ধারিত সূচি মেনেই অনুষ্ঠিত হবে নাকি বদলানো হবে, এই নিয়ে ধোঁয়াশা জমে উঠেছে।

সর্বশেষ খবরে, কালকের ম্যাচে কোনও রদবদল হয়নি। পাঞ্জাব-দিল্লি ধর্মশালায় মুখোমুখি হবে। সেক্ষেত্রে ধর্মশালা বিমানবন্দর বন্ধ থাকায় বিসিসিআইয়ের উদ্যোগে অংশগ্রহণকারী দলের সমস্ত সদস্যদের ঘুরপথে পরের গন্তব্যে পাঠানো হবে।

দিল্লি, পাঞ্জাবের আসা নিয়ে অসুবিধে নেই। তারা ইতিমধ্যে ধর্মশালা চলে এসেছে। সমস্যা ফেরা নিয়ে। তা ছাড়া ১১ মে-র ম্যাচ খেলতে মুম্বই কীভাবে উপস্থিত হবে, তাই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ধর্মশালা তো বটেই, নিকটবর্তী চণ্ডীগড় বিমানবন্দরও ১০ মে পর্যন্ত বন্ধ। তাই মুম্বই খেলোয়াড়রা কী করবেন, তাদের ম্যাচের দিনক্ষণ কি বদলে ফেলা হবে—প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। হার্দিক পাণ্ডিয়ারা আপাতত মুম্বইয়ে। গতকাল গুজরাত ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর পরাস্ত হয়েছেন।

পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেটে না গৌতম গম্ভীরের

গম্ভীর মাত্র দু'টি শব্দ পোস্ট করেছেন। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর যে ছবি ভারতীয় সেনাবাহিনির তরফে পোস্ট করা হয়েছিল, সেটিই পোস্ট করেছেন গম্ভীর। সঙ্গে লিখেছেন, 'জয় হিন্দ'।

মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা উচিত কি না। গম্ভীর বলেন, "আমার ব্যক্তিগত জবাব, না। ক্রিকেট ম্যাচ, বলিউডের ছবি বা শিল্প, কোনও কিছুই দেশের মানুষ ও জওয়ানদের জীবনের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তার মধ্যে ক্রিকেটও পড়ে। আমি সরকারের কাছে এই আবেদনই করব। কড়া জবাব দিতে হবে।"

গম্ভীরের এই কথা থেকে স্পষ্ট হয়েছিল, তিনি দু'দেশের মধ্যে ক্রিকেটীয় সম্পর্কও বন্ধ করে দিতে চান। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আইসিসির কাছে আবেদন করেছে, আইসিসি প্রতিযোগিতায় ভারত-পাকিস্তানকে এক গ্রুপে যাতে না রাখা হয়। অর্থাৎ শুধু দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নয়, আইসিসি প্রতিযোগিতাতেও পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে চাইছে না ভারত। গম্ভীরও সেই কথাই বললেন। তবে কি এ বার পাকাপাকি ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট? তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন গম্ভীর। সমাজমাধ্যমে নিন্দা করেছিলেন। লিখেছিলেন, "মৃতদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা।

ফ্রাত্তেসির গোলে ফাইনালে ইন্টার মিলান

কোপা জয়ের পরে আরও একটি ট্রফি জয়ের হাতছানি ছিল বাসারি কাছে। তবে সেমিতে হেরে সেই আশা শেষ বাসারি। ২৫ বছর বয়সী ডেভিড ফ্রাত্তেসি ম্যাচের ৯৯ মিনিটের মাথায় গোল করে ইন্টারের ফাইনালের টিকিট পাকা করে দেন।

ম্যাচ জয়ের নায়ক ফ্রাত্তেসি বলেন, "এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য, আমি কী বলব জানি না। বায়ার্নের বিপক্ষে খেলার পর আমার মনে হয়েছিল, আমি আর কখনও এই আবেগ অনুভব করতে পারব না। কিন্তু এই রাত আরও অবিশ্বাস্য হয়ে থাকল আমার কাছে।" তিনি আরও বলেন, "মাঝে মাঝে আমার নিজেকেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় এটা সত্যিই আমার কেরিয়ার? আমি অবিশ্বাস্য প্রতিভা নিয়ে জন্মাইনি। কিন্তু আমি কখনও হাল ছাড়ি না। এবং নিজের উপর সর্বদা বিশ্বাস রাখি। এটি আমার সমস্ত প্রচেষ্টা এবং

নিষ্ঠার ফল।"

কে এই ইতালিয়ান নায়ক? ফ্রাত্তেসির পেশাদার ফুটবলে অভিষেক হয় ২০১৭ সালে সাসুওলোর হয়ে। এর পরে একাধিক ক্লাবে লোন চুক্তিতে সই করেন।২০১৮ সালে আসকোলির এবং ২০১৯ সালে এম্পোলির হয়ে খেলেন তিনি। ২০২০ সালে তাকে আবারও লোনে পাঠানো হয়। এ বার মনজা এফসিতে। কিছুতেই দিশা পাচ্ছিলেন না। ইন্টার মিলানে ২০২৪ সালে তিনি স্থায়ীভাবে চুক্তিবদ্ধ হন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ২-১ ব্যবধানে জয় পায় ইন্টার যেখানে তিনি প্রতিযোগিতায় নিজের প্রথম গোল করেন। তিনি সিরি এ-তে ১৩২টি ম্যাচ খেলে ২২টি গোল এবং ১০টি অ্যাসিস্ট করেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মোট ২৮টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। যার মধ্যে করেছেন ৩টি গোল এবং ৩টি অ্যাসিস্ট। ফ্রাত্তেসি যে আগামী দিনের তারকা, তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

Editor in Chief: Nilanjan DasGuptaConsulting Editor: Nabarun Majumdar Contact No: +91 9674740000 EMAIL : editor@jazzbaat24.com No.U92490JK2022PTC013572,— RNI Application No. T/WB/2024/27Printed by: Jazzbaat24 News Network Pvt Limited Baruipara, Domjur, Howrah, West Bengal 711405